Assam Legislative Assembly Debates

OFFICIAL REPORT

FIRST SESSION OF THE ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED AFTER THE SEVENTH GENERAL ELECTIONS UNDER THE SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLICAN CONSTITUTION OF INDIA

BUDGET SESSION

VOL. I

No. 3

The 23th March 1983

1985

PRINTED AT THE ASSAM GOVERNMENT PRESS,

GUWAHATI

DEBATES OF THE ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY, 1983

(First Session)

Volume I

No. 3

Dated the 23rd March, 1983

CONTENTS

		Page
1.	Notice of adjournment Motion	89
2.	Business Advisory Committee Report ..	89
3.	Constitution of Committees	90—91
4.	Debates on Governor's address	90—125
5.	Adjournment	125

Proceedings of the Budget Session of the Assam Legislative Assembly assembled after the Seventh General Election under Sovereign Democratic Republican Constitution of India.

The House met in the Assembly Chamber, Dispur, Gauhati on, Wednesday the 23rd March ,1983 with the Hon'ble Speaker in the Chair 12 (twelve) Ministers, 1(one) Minister of State, 95 (ninety five) Members present.

NOTICE OF ADJOURNMENT MOTION

Mr. Speaker:—Here is an announcement. I have received an Adjornment Motion moved by Shri Hemen Das, Shri Benoy Basumatari, Shri Mathura Deka and Shri Nurul Hussain. But so far as the Adjournment Motion is concerned it is not in order.

Shri HEMEN DAS: Sir, I want to know from you where is the mistake ?

Hon. Speaker: Only the explanatory note is there, but there is no motion.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE REPORT

I called a meeting of the Business Advisory Committee under Rule 230 of 22nd March, 1983 to discuss about the Business of the current Budget Session and also for allotment of time for Debate on Governor's Address. The Question of distributing time amongst the members belonging to different parties was discussed and it was decided to stick to the principle of apportionment of time already adopted by the House on previous occasions. Accordingly, when the time was calculated for distributing amongst members it revealed that the mover of the Motion took about 25 minutes and leader of the P.T.C. took about 22 minutes. The available time for distribution amongst different members is 837 minutes and if it is distributed on the principle adopted already by the House the members belonging to Opposition Party will get 8 minutes each and 23 members belonging to Ruling Party will get 6 minutes each. But the Minister for Parliamentary Affairs agreed that some more times might be given to the members belonging to Opposition Parties and time for the Ruling Party will be distributed by the whips The net result therefore is that members belonging to Congress (S) CPI (M) and Independant members may speak for 10 minutes each during the discussion on the motion of Thanks.

COMMITTEE ON PETITIONS

Under Rule 239 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Assam Legislative Assembly, I nominate the following members to constitute the Committee on. Petitions:—

1. Shri Abdul Matlib.
2. Shri Dinesh Prasad Goala.
3. Shri Jagat Patgiri.
4. Shr Rajen Timung.
5. Shri Tareni Boro.

Under Rule 198(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I appoint Shri Abdul Matlib as the Chairman of the Committee.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES:

Under Rule 257 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Assam Legislative Assembly, 1 nominate the following members to constitute the Committee on Government Assurance:—

1. Shri Abu Naser Ohid.
2. Shri Lambheswar Sonowal.
3. Shri Upendra Nath Sanaton.
4. Shri Kirti Dutta.
5. Md. Barkat Ullah.
6. Md. Main Uddin.
7. Shri Katrik Sarkar.

Under Rule 198(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I appoint Shri Abu Nasar Ohid as Chairman of the Committee

LIBRARY COMMITTEE

Under Rule 313 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Assam Legislative Assembly, I nominate the following members o constitute the Library Committee:—

1. Shrimati Mridula Saharia.
2. Shri Afazuddin Ahmed.
3. Shri Ramesh Phukan.

4 Shri Ketaki Prasad Dutta.

5. Shri Joynal Abedin.

6. Shri Mohan Basumatari.

7. Shri Mathura Deka.

8. Shri Abdus Sobhan.

9. Shri Hem Prakash Narayan.

Under Rule 198(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I appoint Smti. Mridula Saharia as Chairman of the Committee.

DEBATES ON GOVERNOR'S ADDRESS

Mr. Speaker : Now, Item No. 3, Debate on Governor's Address

* মোলানা আবদুল জলিল চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত কাল বলেছিলাম যে অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। এইজন্য আমি সরকারের কাছে কয়েকটি পরামর্শ পেশ করছি।

(১) আমাদের রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে যে সংশয় ও ভীতির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা দরকার। এই কাজ করতে হলে মিলিতভাবে সরকার, জনসাধারণ এবং বিশেষ করে সরকারী কর্মচারিদের সহযোগিতা দরকার। জনসাধারণের মন থেকে ভীতি দূর করতে হলে যেসব লোক বা সরকারী কর্মচারী বিশেষকরে যদি কোনও পুলিশ কর্মচারি কোনও নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে তার প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করা দরকার। মহোদয়, আমি এই ব্যাপারে উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে ডবকা অঞ্চল মূলতঃ একেবারে শান্ত ছিল। কিন্তু সেখানকার একজন সরকারী কর্মচারি একদিন স্থানীয় লোকেদের বললো যে আগামীকাল তোমাদেরে অসমীয়া লোকজন আক্রমণ করবে—তোমরা প্রস্তুত থাকবে। সেই অঞ্চলের সংখ্যালঘু লোকজন নিজেদেরে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো—আর সংগে সংগে পুলিশ এসে তাদের ঘরের দা বটি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নিয়ে গেল। আর তাদের কয়েকজনকে শান্তি ভংগ করার দায়ে থানায় ধরে নিয়ে অত্যাচার করতে লাগলো। এই ভাবে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য সরকারী প্রশাসনের কিছু লোক প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েছে। সুতরাং আমার প্রস্তাব এই যে এদেরে ধরে অন্ততঃ দুই এক জনকে একজামপ্লারি পানিশমেন্ট দিলে জনসাধারণের মনে একটা আস্থার ভাব ফিরে আসবে।

(২) জনস্বার্থে আমাদের রাজ্য এই বিধানসভা ছাড়া আর অন্য কোনও এইরকম অনুষ্ঠান নাই। সেজন্য যদি সরকার ভাল মনে করেন তাহলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি হাউস কমিটি গঠন করে যারা রাজ্যের অনাচে কানাচে গিয়ে যাতে জনসাধারণের মনে আস্থায় ভাব ফিরিয়ে আনতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এই বহিরাগত বিভাজন সমস্যার ব্যাপারে যাতে একটা সমা-

ধান বের করাযেতে পারে তার সকল অনুষ্ঠান সকল সম্পদায়ের প্রতিনিধি ও এই রাজ্যের সরকার এবং ছাত্রদেরে নিয়ে যেন একটা গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্হা করা হয়। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে একটা রিজলিউশন গ্রহণ করা প্রয়োজন। এইরকম ভাবে আমাদের এই রাজ্যে অগ্রসর হতে হবে যাতে আর কোনওদিন আসামে এই অবস্হার সৃষ্টি নাহয়। আসামে যেন আর কোনও দিন এই রকম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত নহয়।

(৩) দুর্দশাগ্রস্ত লোক যারা ক্যাম্পে আছে তাদের মধ্যে কোনও ধরণের সুবিধাবাদি লোক আছে কি না তারা সরকারী সাহায্যের লোভে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে—নির্যাতিত না হয়েও-তাদেরে আমাদের খুজেবের করতে হবে। এই ব্যাপারে সরকার নিশ্চয় তদন্ত করবেন। এই ব্যাপারে আমার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ হলো যে শুধু এইবরা নয়, বিভিন্ন সময়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর নির্য্যাতীত লোকদের ডিপ্রাইভ করার জন্য একশ্রেণীর সুবিধাবাদী লোক রিলিফের টকা আত্মসাৎ করে আসছে। সুতরাং এইসব ব্যাপার যেন আর না ঘটে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে আমি বিশেষভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুরোধ করছি।

(৪) এবারে আমি নিযুক্তির ব্যাপারে ২।১ টি কথা বলব। আমি লক্ষ্য করে দেখিছি যে আমাদের রাজ্যে যে এলাকায় যে শ্রেণীর লোক মেজরিটি এবং সেখানকার নিযুক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসার যদি সেই কম্যুনিটির থাকেন তাহলেতো আর অন্য সম্প্রদায়ের লোকে চাকুরির কোনও আশা করতে পারেনা।

(ভয়েস্ সেরকম হয়না)

একযায়গায় ৬০০ জনের মধ্যে যদি মাত্র ৪ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোককে চাকুরি দেওয়া হয়—তাহলে মানুসের মন কি ভাবে ঠিক থাকবে। আমি আশা করি সরকার সেটা দেখবেন।

অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫০ ইং থেকে আমি এই বিধান সভায় নিযুক্তির ব্যাপারে সকল সমস্যা সমাধান করার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোককে বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাব দিয়ে আসছি। আমার প্রস্তাব কিছু কিছু কার্যকরী করাও হয়েছিল। আমাদের কাছাড়ে হিন্দু, মুসলমান, মণিপুরি এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোক রয়েছে। অন্ততঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরি সকলকে সমানভাবে দিতে আপত্তি থাকবে কেনে? বিগত ৩০ বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এমনও দেখেছে যে কোনও কোনও মন্ত্রীকে চাকুরির কথা বললে তিনি টেলিফোন তুলে বলে দেন যে এই ছেলেকে যেন চাকুরি দেওয়া হয় এবং চলে আসার পর তিনিই আবার সেক্রেটারী বা ডেপুটি সেক্রেটারিকে ফোনে বলে দেন—"একে চাকরী দেবার কোন দরকার নাই"। এই যে দুনীতি একে আরবী ভাষায় বলা হয় মনাফিক। এই মনাফিকের জন্য একদিন মুসলমান রাজত্ব ধ্বংস হয়েছিল। সুতরাং এইগুলি যদি আমরা চলতে দেই তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং আমার পরামর্শ হলো যে প্রত্যেক জেলায় নিযুক্তির ব্যাপারে সকল এম এল এ দেরে নিয়ে একটা কমিটী যেন করা হয়--তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারব। নতুবা আমার বিশ্বাস একশত বৎসরেও আমরা তা করতে পারবনা।

(৫) মহোদয়, সরকার যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমার মতে ছাত্র সংস্থা ও গণসংগ্রাম পরিষদের সংগে একটা গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমেআলাপ আলোচনা করার ব্যবস্হ করলে ভাল হয়। আমার বিশ্বাস গত তিন বৎসর যদি স্হায়ী সরকার থাকতো তাহলে অবস্হার এভাবে অবনতি হতো না এবং ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সংগে আলাপ আলোচনা করে এই বিদেশী সমস্যার একটা সমাধান হয়ে যেত আর সরকারের উচিৎ সারা রাজ্য যে নাশকতা মূলক কাজ চলছে তার সংগে কঠোর ভাবে মোকাবিলা করা। ছাত্রসংস্হা ও গণসংগ্রাম পরিষদ যদি এইসব নাশকতা মূলক কাজেয় সংগে জড়িত না থাকে তাহলে তাদের উচিত ছিল এইসব নিরপরাধ পুরুষ, মহিলা ও শিশুর মর্মান্তিক হত্যালীলাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করা। কিন্তু তারাতোতা করেনি। তারাতো নীরব দর্শক হয়ে সংগ্রাম চালয়ে গিয়েছে? তরা যদি অহিংসা নীতিতে সত্য সত্য বিশ্বাসী তাহলে কেন তারা এইসব কাজকে কঠোর ভাষায় আজ

পর্যন্ত ঘৃণা করে প্রস্তাব গ্রহণ করলোনা? সেই জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে এই ব্যাপারে যেন একটা তদন্ত করা হয় এবং যাহাতে এই সমস্ত কথাই প্রকাশ পেয়ে যাবে। আমার মনে হয় এই সদনের সদস্যদেরে নিয়ে একটা হাই পাওয়ার কমিটী করলে বোধহয় সবচেয়ে ভাল হবে। কারণ আমাদের দেশের জনসাধারণ এতো বোকা নয় যে তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরে তাঁরা সহায়তা করবনা বা কথা শুনবেনা।

মহোদয়, আমি এবার দুর্নীতি নিয়ে ২।১টি কথা বলতে চাই। গত তিন চার বৎসর ধরে দুর্নীতি আমাদের প্রতিটি লোমকুপের মধ্যে বিরাজ করছে। ঘরের খুঁটির ভিতর যেমন ঘুন ধরে সমস্ত খুঁটিকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দেয় ঠিক তেমনি দুর্নীতি আমাদের প্রশাসনকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছে। সুতরাং এখনই যদি আমরা সমস্ত প্রশাসনের কাঠামোকে ঠিক করতে না পারি তাহলে অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের ঘর ঝরে পড়বে। কোন বিভাগে দুর্নীতি নাই? সে পি, ডাব্লু, ডি, বিভাগ বলুন আর ইরিগেশন বিভাগ বলুন বা ই এন্ড ডি বিভাগই বলুন। তার এডুকেশন বিভাগতো আমাদের সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। আগের দিনেতো অন্ততঃ শিক্ষা বিভাগকে মানুষ বিশ্বাস করতে পারতো। কিন্তু গত ২।৩ বৎসরে যে অবস্থা হয়ে আমরা পৌঁছেছি—আর আমাদের লোম বাছতে হবেনা। স্বর্গত মহেন্দ্র মোহন চৌধুরির সময় অমরা দেখেছি মাত্র তিনটি বিভাগে দুর্নীতি ছিল। এমতাবস্থায় আমি বলতে চাই এই সদনের সকল সদস্য মিলে আজ আমাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এই ব্যাপারে আমি আমাদের বিরোধি সদস্যদের সংগে একমত। কিভাবে যুদ্ধকরে আমাদের সমস্ত বিভাগ থেকে দুর্নীতি দূর করতে হবে সেই ব্যাপারে আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় বিশদভাবে বলব। তখন, আশা করি, অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আরও সময় দিবেন।

মহোদয়, আজ এই বিশেষ মুহূর্তে আমি বলতে চাই যে এই রাজ্যে যারা আজ হিংসার নীতিতে বিশ্বাস করে সমস্ত জনজীবনে যে আতংকের সৃষ্টি করেছে—তারা—মেজরিটি কম্যুনিটির লোক হোক বা মাইনরিটি কম্যুনিটির লোকই হোক—তারাও সমস্ত জাতিরই অংশ—ভারতেরই একটা অংশ। আমাদের দেশর ঐতিহ হ্যলো—'নানা ভাষা নানা পথ নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেশ মহান'। কবিগুরু গোটা দেশের কথা চিন্তা করে একথা বলেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরাসকলে ভারতীয়। দুঃখের বিষয় আমরা একথা ভুলে যাই বলে আমাদের এই অশান্তির মোকাবিলা করতে হয়। জয়হিন্দ।

* শ্রীহেমেন দাস: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ সংশোধনীৰ প্ৰথমতেই মই ডাঙি ধৰিম্ এই বিধান সভাত মাননীয় সদস্য মোহিব মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত অনা ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱৰ শেষত সংশোধনী হিচাবে তলৰ কথা খিনি সংযোগ কৰা হক। যিহেতু দুখেৰে সৈতে জনাব লগীয়া হৈছো যে ৰাজ্যপালৰ ভাষণত নিম্নোলিখিত সমস্যা সমূহ সমাধানৰ কি ব্যৱস্থা লৈছে সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে।

(১) মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ আৰু শক্তিশালী ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰীয়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ৰাইজলৈ ন্যায্য মূল্যত যোগান ধৰা ধা নসংগ্ৰহ আৰু পাট ধান কৃষিয়াৰৰ ন্যায্য মূল্য প্ৰদান।

(২) শ্ৰমিক সকলৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰা। নাগৰিক স্বাধীনতা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে পুলিশ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা আৰু এন, এচ, এ আৰু ই,এচ,এম, এ কাৰ্য্যকৰী নকৰা।

(৩) ভূমিসংস্কাৰ সাধন কৰা, ভূমিহীন আৰু দুখীয়া কৃষকৰ মাজত ভূমি বিতৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু তাৰ বাবে ৰাজহুৱা কমিটি গঠন কৰা; অসম ভূমি আৰু ৰাজহুৱা বন্দবস্তী আইন সংশোধন, উচ্ছেদ সংক্ৰান্তত নীতি ঘোষণা আৰু নীতি ঘোষণা নকৰালৈকে সকলো উচ্ছেদ ৰহিত কৰা।

*Speech not corrected.

(৪) গাঁৱ আৰু নগৰ অঞ্চলত গৃহহীন লোকক ঘৰ সাজিবৰ কাৰণে মাটি বন্টন আৰু ঋণ মঞ্জুৰ, দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে গৃহ নিৰ্মাণ আঁচনি গ্ৰহণ।

(৫) জলসিঞ্চনৰ ব্যাপক আঁচনি গ্ৰহণ আৰু খোৱা পানীৰ যোগান, স্বাস্থ্য সেৱা প্ৰসাৰ আৰু আলি পদুলী আৰু গ্ৰাম্যবৈদ্যুতিকৰণ ব্যাপক আঁচনি কাৰ্য্যকৰীকৰণ আৰু 'ফুড ফৰ ওৱাৰ্ক' আঁচনিৰ কাৰ্য্যকৰী কৰণ।

(৬) জনজাতি তপশীল ভূক্ত শ্ৰেণী, অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায় চাহবনুৱা আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰা আৰু উন্নত আন আন সকলোৰে স্তৰলৈ উন্নীত কৰা সুযোগ সুবিধা প্ৰদান।

(৭) বৰ্ণ আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় সমূহৰ ৰক্ষনা-বেক্ষন আৰু তেখেত সকলৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা।

(৮) অসমৰ সকলো গাঁৱতে বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰণ আৰু কিতাপ আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰ যোগান; নিৰক্ষৰতা দূৰীকৰণৰ কাৰণে ব্যাপক অভিযান।

(৯) প্ৰাকৃতিক গেচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমক দ্ৰুত উদ্যোগীকৰণ আৰু অধিক কৰ্ম্মসংস্থানৰ ব্যৱস্থা

(১০) অধিক কৰ্ম্মসংস্থানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, কৰ্ম্মবিহীন মানুহৰ কাৰণে কৰ্ম্মসংস্থান আৰু সংস্থান কৰিব নোৱাৰালৈকে ভাট্টা প্ৰদান।

(১১) ৰাইজৰ সহযোগিতাত অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান অনুপ্ৰবেশ বন্ধ কৰাৰ যথোচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু সীমান্ত চকীৰ বৃদ্ধি।

(১২) অসমত বাস কৰা জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মাজত সৌহাৰ্দ সৃষ্টি আৰু অধিকতৰ বুজাবুজিৰ সৃষ্টি, অসমৰ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট সংহতি আৰু ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰা আৰু সকলোবোৰ বিভেদ-কামী সামপ্ৰদায়িক আৰু বিশ্বিন্নতাবাদীৰ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা।

(১৩) ৰাজ্যলৈ অধিকতৰ ক্ষমতা আৰু ভাৰতৰ আন ৰাজ্যৰ সমানে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ সম্পৰ্ক পুনৰ উন্নত কৰা।

স্পীকাৰ চাৰ, ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ বিৰোধিতা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ আৰম্ভনিতেই নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা কালিলৈকে অসম ৰাজ্যত সংঘটিত হোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্য্যত যি সকল লোকে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে সেই সকল লোকলৈ মোৰ ব্যক্তিগত হৈ আৰু মোৰ দলৰ ফালৰ পৰা শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ পৰা আঢ়ৈ হাজাৰ বছৰ আগতে এৰিষ্টটোলে কৈছিল 'মালাচিচুদ ইজ দি বেস্ট জাৰ্জ' এই কথা বিশ্ব গণতন্ত্ৰই আজিও স্বীকাৰ কৰি লয়, মানি লয়, যি কোনো গণতন্ত্ৰই হওক কিয় এজন দুজন ব্যক্তিতকৈ চৰকাৰ বা জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধিৰে গঠিত চৰকাৰ তথা ৰাইজৰ কাৰণে মংগল জনক। দেশ আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে জনপ্ৰতিনিধি চৰকাৰ প্ৰয়োজন আৰু দেশৰ আৰু জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে জনপ্ৰতিনিধি চৰকাৰ বেচি প্ৰয়োজন। সেয়েই অসমৰ ৰাজ্যপাল প্ৰকাশ মেহেৰোট্ৰাই যেতিয়া অসম বিধান সভা ভংগ কৰি দিলে তেতিয়া আমি ৬৩জন বিধায়কে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলো আৰু আমাৰ এই সম্মিলিত সদস্য সকলক লৈ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিব দিব লাগে। কিন্তু মেহৰোট্ৰা ডাঙৰীয়াই এই কথা নামানি গণতন্ত্ৰৰ নামত প্ৰথম চুৰি বহুৱাই দিলে, জনপ্ৰতিনিধিৰ হাতত শাসন নিদি শাসনৰ ক্ষমতা অকলে ললে। নতুন চৰকাৰে কি কৰিলে? আজি ৰাজ্যপালৰ এবছৰীয়া শাসনত আমি কি পালো? ৰাজ্যপালৰ শাসন চিৰদিনৰ কাৰণে এখন প্ৰদেশত প্ৰবৰ্ত্তন কৰি থাকিব নোৱাৰে।

এবছৰৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অপৰিহাৰ্য্য তেখেতে জনা উচিত আছিল যে এবছৰৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন নহলে অকল সাংবিধানিক সংকটেই নহয় গণতান্ত্ৰিক সংকটে ও দেখা দিব পাবে। এই গণতান্ত্ৰিক সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ কাৰণে ৰাজ্যপালে যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা যি প্ৰষদন্তি চলাব লাগিছিল সেই প্ৰষদন্তি চলা-লেনে ?

অধ্যক্ষ মহোদয়, তেও কি কৰ্ত্তব্য কৰা উচিত আছিল? তেওৰ কৰ্ত্তব্য আছিল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এখন শদ্ধ ভোটৰ তালিকা প্ৰবৰ্ত্তন কৰা। অসমৰ জন সাধাৰণে এখন শদ্ধ ভোটৰ তালিকা পাবলৈ এবছৰ চেণ্টা কৰি আহিছিল, কিণ্ড ৰাজ্যপাল ব্যৰ্থ হল আৰু তেওঁ ভাবিছিল তেওঁৰ শাসন আকৌ বঢ়াই দিয়ক। কিণ্ড আমি যি সকলে গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস কৰি আহিছো সেই সকলে বিছাৰিছিলো যে ৰাজ্য-পালৰ শাসনৰ অৱসান ঘটাই জন প্ৰতিনিধিৰ এখন চৰকাৰ গঠন কৰা হওক।

MULANA ABDUL JALIL CHOUDHURY : Point of Clerification

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭৭-৭৮ সালে নিৰ্বাচনের জন্য যে ভোটাৰ তালিকা ছিল সেটা সংশোধিত নয়।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিছাৰিছিলো যে জন প্ৰতিনিধিৰে এখন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হওক, কিন্তু আৰু তাৰ বাবে সংবিধান সংশোধন কৰক সংবিধান সংশোধন কৰিব পাৰিলেহেতেন। কেৱল বিৰোধী পক্ষই সংবিধান সংশোধনত মান্তি নহল বুলি কোৱা হল। হয়, হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতলৈও নহওঁ। যোৱা তিনি বছৰে ৰাজ্যপালৰ শাসনত দেশৰ জন সাধাৰণে কি পাইছে? এজন ব্যক্তিৰ হাতত বাইজৰ ভাগ্য, কোটি কোটি মানুহৰ ভাগ্য অনন্ত কাললৈ অৰ্পণ কৰাৰ মত আমাৰ নাই। কিছুমানে বিকল্প হিচাবে জৰুৰী কালীন অৱস্থাৰ ঘোষণাৰ কথা কৈছিল, তাতো আমাৰ মত নাই। জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণা কিহৰ বাবে? ৰাইজক আৰু দুখ কষ্ট দিয়াৰ কাৰণে, গণতন্ত্ৰ আৰু বেছিকৈ বিপন্ন কৰাৰ কাৰণে? গতিকে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি বিছাৰিছিলো নিৰ্বাচন। যাহওক প্ৰকাশ মেহৰোত্ৰাই মুখ্যমন্ত্ৰি সমন্বিত নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিবলে আৰু ঢোল কোবাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে নিৰ্বাচন ফ্ৰি এণ্ড ফেয়াৰ কৰা হব, নিৰ্বাচনৰ ভোট দিয়া সকলক আৰু প্ৰাৰ্থী সকলক নিৰাপত্তা দিয়া হব। কিন্তু আমি কি দেখিলো? যিবোৰ দলে নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাল সেইবোৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ, সমৰ্থকৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰু ভোট-দাতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিল। আমাৰ গগৈ দেউৰ প্ৰথম সমৰ্থকৰ প্ৰাণ গল, বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ প্ৰাণ গল ইয়াৰোপৰি ঠায়ে ঠায়ে দলঙত অগ্নি সংযোগ, ৰাস্তা-ঘাট ধংস, বিজুলি বাতিৰ খুটা ধংস টেলিফোনৰ খুটা ধ্বংস। এইবোৰ যে ঘটনা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, চৰকাৰৰ অজ্ঞাবে হৈছেনে? আমি জানো যে এইবোৰ চৰকাৰৰ অজ্ঞাতে হোৱা নাই, দলং জলাব, প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাব এই বোৰ কথা চৰকাৰে বেদিওৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোক সাৱধান হওক, দলং জলাব, স্কুল ঘৰ পুৰিব আৰু আপোনালোককো হত্যা কৰা হব। এনে ধাণৰ সাৱধান বাণী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছিল নে? নাই হোৱা। দিয়া হৈছিল কি? দিয়া হৈছিল ভোট দাতা সকলক নিৰাপত্তা দিয়া হব। ইয়াতকৈ আৰু দাৰুণ বিশ্বাসঘাটকতা পৃথিবীত থাকিব পাৰেনে? আজি গণহত্যা অসমৰ ইমুৰৰ পৰা নিমুৰলৈ দৈনিক তালিকাত পৰিণত হৈছে তাৰ বাবে জানো এই ৰাজপাল নিজেই দায়ী নহয়? মই কওঁ ইয়াৰ পৰা ৰাজ্যপাল দোষ মুক্ত হব নোৱাৰে। যদি তেওঁ কলেহেতেন আপোনালোক সাৱধান হওক, ৰাস্তা-ঘাট, দলং অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰক্ষা কৰক তেতিয়াও তেও দোষ মুক্ত হোৱাৰ থল থাকিলহেতেন তাকে নকৈ তেও কেৱল কলে আপোনালোক সকলোবে কাৰণে নিৰাপত্তা দিয়া হব। অধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি নিৰাপদ নে মই নিৰাপদ নে শইকীয়া আৰু গগৈদেউ নিৰাপদ নে আমি কোনো নিৰা-পদ নহয় আগতেই যদি আমাক সাৱধান কৰি দিলেহেতেন তেন্তে আজিলৈ ইয়াৰ হত্যা কাণ্ড হব নোৱাৰিলেহেতেন। আজি বোলে ইয়াৰ ঘৰ জলাই দিয়া হল, কালি বোলে ইমান দলং জলাই দিয়া হল ইত্যাদি খবৰ কেৱল খবৰ হে।

এইবোৰৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যপালৰ ভাষণত নাই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সকলোৱে পোৱা উচিত। কিন্তু কি দেখিলো আৰু কিপালো ? যি সকল নিৰ্বাচন বিৰোধী তেওঁলোকে জনসমাবেশ কৰাৰ কাৰণে বাধা নাই। মই শেৰুকামাৰীত এখন মিটিং কৰিবলৈ গৈছিলো শুনিছে খবৰ দিলে যে নিজৰ দায়িত্বত মিটিং কৰিব পাৰি। যোৱা ইলাষ্ট্ৰেটেড্ উইকলিত দেখা পাইছো যশোৱন্ত সিঙে পাচ সপ্তাহ অসমত বিচৰণ কৰিলে অটল বিহাৰী বাজপায়েও অনেক দিন বিচৰণ কৰি গল। এই সকলে বিচৰণ কৰি ভোট দিব নালাগে বুলি মিটিং কৰি গল। কিন্তু ইয়াৰ ফলাফল কি হল ? জল জুইত ঘি ঢালি দিয়া তেখেত সকলক এই কামৰ কথা ৰাজ্যপালে নাজানে নে? দেশৰ সম্পদ আৰু জীৱন ৰক্ষাৰ দায়িত্ব কাৰ ? এই দায়িত্বৰ প্ৰকাশ মেহৰোটাৰ।

প্ৰকশা মেহৰোট্ৰাই জানি শুনিও অবাধ স্বাধীনতা দিছে। যিসকল সমৰ্থকে জীৱন বিপন্ন কৰি ভাৰতৰ অখণ্ডতা, ভাৰতৰ সংবিধান, সমগ্ৰ বিশ্বৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে এখন দেশত নিৰ্ব্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে, সেই সকলক পুঠি মাছৰ দৰে জুইত পুৰি মৃত্যু বৰণ কৰিব লগা হৈছে। আমাৰ অসমীয়া লৰাবিলাক সচাকৈ বৰ ভাল, কোনো বেয়া নহয়। কিন্তু এই ভাল লৰাই শুনিছেনে আমাৰ কথা ? শুনা নাই। কালি এটা কাহিনী কলে দেউতাকৰ বয়সৰ এজন লোকে যাৰ বয়স ৭৬ বছৰ আৰু আজীৱন শিক্ষকতা কৰা লোক জনৰ সন্মুখত তেওঁৰ নাতিয়েকৰ বয়সৰ লৰাই কয় নিৰ্ব্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হলে তোমালোকক জুইত পুৰি পুৰি মাৰিম। কোনে এই লৰাবিলাকৰ মনত এই চিন্তা সোমাই দিছে ? কোন মানুহ সেই জন ? ধৰাৰ কাৰণে প্ৰকাশ মেহৰোট্ৰাই ইয়াৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছেনে এই কণ কণ নিৰ্দ্দোষ লৰা-ছোৱালীয়ে পুলিচৰ গুলীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। কি মৰ্মান্তক কাহিনী। মাৰিছে। মৰিবলৈ ভয় কৰা নাই। আগুৱাই গৈছে। কোনে এওঁলোকৰ অন্তৰত জুই জলাই দিছে ? সেই জুই বুজা নাই। বুজাতে কিমান বছৰ লাগিব ? সেই জুইত জাপিয়াই পৰিছে। তাৰ পৰা উভতাই আনিবলৈ প্ৰকাশ মেহৰোট্ৰাই কিবা কৰিছেনে ? একো কৰা নাই। নিৰ্ব্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য্যত চৰকাৰী পক্ষৰ নেতাবিলাকক দোষযুক্ত কৰিব নোৱাৰো। অসমীয়া সমাজখন বিভক্ত কৰাত ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ অৰিহণা কম আছে বুলি আপোনালোকে কৰ খুজিলে মই মানি লব নোৱাৰো। প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে কত মিটিং কৰিছে ? নাজিৰা, যোৰহাট, গোলাঘাটত মিটিং কৰিছে ? তালৈ যোৱা নাই কিয় ? তেখেত ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী। তেখেতৰ কৰ্ত্তব্য আছিল এইখন দেশত বসবাস কৰা সকলো মানুহক ঐক্যবদ্ধ কৰা, সকলোকে ভোট দিবলৈ আহবান কৰা কিন্তু প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ সকলোকে ভোট দিয়াৰ কাৰণে আহবান নজনাই আহবান জনালে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত। শইকীয়াৰ সমষ্টিত যোৰহাটত শিৱসাগৰৰ কি প্ৰগ্ৰেম আছিল ? কাচাৰত কোনো গণ্ডগোল হোৱা নাই। "ইলাষ্ট্ৰেটেড্ উইকলীত" এগৰাকী তিৰোতাই এজন সাংবাদিকক সাক্ষাৎকাৰ দিছে "Violence is necessary attribute of the struggle for existence," a young Assamese women tells me, after the Nelie massacre where the victims were mostly women and children." How tragic ? "Violence, in its purest form, determines the survival of the fitest and I think it is most desirable." প্ৰশ্ন সুধিছে "How would the have reacted had thevictims of the Nelie massacre beer Assamese instead of Muslim" immigrants ? His eyes blaze and he mutters, "we would have taken two immigrants for every Assamese killed." কাৰ কন্তাৎ প্ৰতিধ্বনি ভাৰতৰ মন্ত্ৰীজন ৰাষ্ট্ৰৰ নেতা বুলি ধৰিব লাগিব। যদি কোনো অঞ্চলত এজন সংখ্যালঘু মাৰিছে তেন্তে নিজে দুজন মাৰিব লাগিব এইয়া কাৰ প্ৰতিধ্বনি ? প্ৰয়োজন হলে টেপ্ ৰেকৰ্ডাৰ আনি দিম। অসমত কি দেখিছো, কি শুনিছো-হিংসাৰ বিপৰীতে প্ৰতিহিংসা আক্ৰমণ-প্ৰতি আক্ৰমণ, আঘাট-প্ৰতিঘাত এই অৱস্থা আজি অসমত চলিছে। এই যে আক্ৰমণ চলিছে শ্ৰীবসুমতাৰীয়ে কৈছিল ট্ৰাইবেলক মাৰিছে, কিছুমানে কব কেৱল সংখ্যালঘুক মাৰিছে, কিছুমানে কব অসমীয়া মানুহক মাৰিছে। কিন্তু ঘটনা সেই থকা নাই। আজি প্ৰশ্ন হৈছে কোন মৰা নাই ? সকলো আক্ৰান্ত হৈছে, সকলোৰে মৃত্যু হৈছে। ৰাজনৈতিক কৰ্ম্মীৰ, নিৰ্ব্বাচন প্ৰাৰ্থীৰ মৃত্যু হৈছে। ঘৰ জলিছে। কাৰ ঘৰ জলা নাই ? সকলোৰে

ঘৰজ্বলিছে। কাৰোবাৰ সংখ্যাত কম আৰু কাৰোবাৰ বেছি। কাৰো ঘৰ জ্বলাবলৈ এৰা নাই। আঘাট প্ৰতিঘাত, আক্ৰমণ প্ৰতি আক্ৰমণ চলি আছে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ। ঠিক দিফেন্স বুলি কব নোৱাৰি। প্ৰত্যেকেই মৰিছে। দিফেন্স বুলি কব নোৱাৰি। নিৰপৰাধীসকল মৰিছে— ঠিক এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে। এই ঘটনা বিলাকৰ কাৰণ আমি বিশ্লেষণ কৰিব লগা হৈছে। বহুত মানুহে কৈছে নিৰ্ব্বাচনটো ইয়াৰ কাৰণ যদি সেইটো সত্য বুলি ধৰা হয়, তেনেহলে কেৱল নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰা মানুহ বিলাক নিৰ্য্যাতিত হলহেতেন। নিৰ্বাচনত ভোট দিয়া মানুহ বিলাকৰ ঘৰ জ্বলালেহেতেন। যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা নাই তাঁতো ৰাজনৈতিক কৰ্ম্মীৰ ঘৰ আজিও জ্বলি আছে। যি সংখ্যা লঘুৱে ভোট দিয়া নাই তাতো যোৱা ১৭ তাৰিখে ঘৰ জ্বলিছে। ৰাজ্যপালৰ ভাষণ কিছু উন্নত হোৱা বুলি কৈছে। বৰভগা থানা অশান্ত অঞ্চল বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। ১৭ মাৰ্চত বাকী থকা কেইবাঘৰো জলাই দিয়া হৈছে। সেই মানুহখিনিয়ে ভোট দিয়া নাই মই কৈছো আপোনালোকে ভোট দি বিপদত পৰিব নালাগে। আমাক এৰ, এল এ কৰি আপোনালোকৰ সম্পত্তি আমি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিম। যদি এই ঘটনাটো কেৱল ভোট দিয়াৰ কাৰণে হলহেতেন তেন্তে সেই সংখ্যালঘুৰ ঘৰ উপৰ্য্যোপৰি আক্ৰমণ নহলহেতেন। কেৱল সংখ্যালঘুৰ ঘৰত অগ্নি সংযোগ নহলহেতেন। বসুমতাৰী আৰু আমাৰ মাজত কাজিয়া কৰিব নলাগিলেহেতেন। আজি গহপুৰৰ ঘটন াকি দুভাগ্য যে আমাৰ অসৰৰ দুজন প্ৰতিনিধিয়ে ৰাজ্যসভাত কৈছে যে বড়ো মানুহে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ঘৰ আক্ৰমণ কৰিছে। হায় ভগৱান খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ ঘৰ আক্ৰমণ কৰিছে। হায়। ভগৱান খিলিঞ্জীয়া কোন?

গহপুৰৰ ঘটনা অসমীয়া—বড়োৰা নেলীৰ ঘটনা ষ্ট্ৰেইটলি হিন্দু মুছলমানৰ, থৈৰাবাৰী, গোৰেশ্বৰৰ ঘটনা ষ্ট্ৰেইটলি বঙালি আৰু অসমীয়াৰ মাজত। বিজনী থানা এলেকাৰ পাটাকাটা বেতবাৰীৰ ঘটনা হিন্দু অসমীয়া— বঙালীৰ, তাৰপাচত সংভোগত ষ্ট্ৰেইট অসমীয়া বঙালি। অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিজনী থানা এলেকাত সংখ্যা লঘু ভাষিক সংখ্যালঘু, ধৰ্ম্মীয় সংখ্যালঘু আদি সকলো। লগে লগেই সেই ফালৰ পৰ অসমীয়াও আক্ৰান্ত। তিনি চাৰি খন অসমীয়া গাওঁ তাত আক্ৰান্ত হৈছে। এই ঘটনাবিলাক যে ঘটিছে তাৰ উহটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লগীয়া হৈছে। কোনো ঘটনাৰ লগত কোনো ঘটনাৰ মিল নাই। আমি যদি এইটো বাহিৰ কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে এই সমস্যাৰ আশু সমাধান নহয়। কিছুমানে কয় যে বিদেশী বিতৰণ নকৰাৰ কাৰণেই এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিছে। ঘৰপোৰা মানুহ বিলাকৰ বেছি ভাগেই ভাৰতীয় আৰু ৰাজনৈতিক কৰ্ম্মী। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ হাতত ইয়াৰ লিষ্ট আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক সেইদিনাখন লিষ্ট দিছো আজিও আকৌ দিছে। লিষ্টত আছে ১৩ জানুৱাৰীৰ পৰা কোন মানুহৰ ঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে, কোন মানুহক কত্যা কৰা হৈছে। আমাৰ দলৰ পৰা এতিয়ালৈকে ১৮ জনেই শ্বহীদ হৈছে। সকলোৰেই শ্বহীদ হৈছে। কেৱল শ্বহীদেই শ্বহীদ। এইখন শ্বহীদৰ দেশ। হত্যা কি নিষ্ঠুৰ ভাৱে হত্যা কৰিছে। নগাওঁ জিলাৰ নৈনৰ আমাৰ পাৰ্টিৰ ৫৬ বছৰীয়া (ভূঞা) সদস্য, তেওঁ অসমীয়া মানুহ। তেওঁক গাতত পুতি কলে "চি, পি, এম, ত্যাগ কৰা" তেওঁ কলে, "ত্যাগ নকৰো" ফলত মূৰত কোবাই তেওঁক মাৰিলে। মানুহক এনেকৈ মৰা হল। প্ৰশাসনে আজিলৈকে 'ডেড বোডি' উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে।

নলবাৰীৰ ৰাহজানীৰ এজন এছ, এফ, আই, কৰ্ম্মী। মাকে বুকুত সাবটি ধৰিলে নেমাৰিবি, নেমাৰিবি, তাৰ মাজতে কাটিলে, খণ্ড খণ্ড দেহ। অপৰাধ নিৰ্বাচনত কাম কৰা। পাটাচাৰকুছি থানা এলেকাৰ এজন হিষ্ট্ৰিৰ অনাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট। ভাল ছবি আকিছিল। থিয়েটাৰ আদিতো ছবি আকে। হাত দুখনেৰেই তেওঁ জীয়াই থাকে। গতিকে দুয়োখন হাতেই কাটিলে। মূৰটো কটা নাই। তাৰ পিচত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আগুৰি ধৰি ঘৰত অগ্নি সংযোগ কৰিলে। আন এজন শিক্ষক ১০ বছৰ আগতেই আমাৰ সমৰ্থক আছিল এতিয়া চাৰ্কাৰ-বাৰ্কাৰ কৰাৰ পিচত খবৰ পোৱা নাই। তেওঁ যিহেতু লৰাজনৰ খবৰ লবলৈ আহিছিল সেই কাৰণে তেওঁৰ নাক-কান কাটিলে। এনে ঘটনা ঘটিয়ে আছে। অলপতে 'অগ্ৰদূত' কাকতত পঢ়িছো নগাওঁত বহুতৰে কান নাক কাটিছে। তাত নাক-কান কটাৰ অভিযান পূৰ্ণ ভাৱেই চলি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে নেলীৰ ঘটনা, গহপুৰৰ ঘটনা, থৈৰাবাৰীৰ ঘটনা গোৰেশ্বৰৰ ঘটনা, প্ৰতিটো ঘটনাই ইটোৰ লগত সিটোৰ মিল নাই। তেনেহলে এই ঘটনা ঘটিছে কেনেকৈ? এইটো আজি আমি বিচাৰ কৰি চাব

...গৱ, অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে যে অসমত আজি যি হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো কোনে কৰিছে। চৰকাৰে কৈছে 'পুলিচ ভিক্টিমাইজড' কৰা হব Force can not be the basis of a State ......It is the will of the people এইটো মানুহৰ বিশ্বাস, শক্তিৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰি। নহলে আমেৰিকাৰ পৰা ভিয়েটনমা মুক্তি নাপালেহেতেন। শান্তি ৰক্ষাৰ কাৰণে পুলিচ ব্যৱস্থাৰ অস্বীকাৰ নকৰো কাৰণ পুলিচ চকীৰ সংখ্যা বঢ়ালে ইয়াৰ সম্যক মোকাবিলা হে কৰিব পাৰে। গতিকে মই ভাবো এইটো এটা শুদ্ধ পদ্ধতি হব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি ইয়াৰ ব্যৱস্থা উলিয়াব লাগিব। মূল শত্ৰু কোন তাক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আজি 'ইলাষ্ট্ৰেটেড উইকিলাত আৰু এখন ফটো পাইছো save Assam from centre exploitation ইয়াত বিদেশীৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই।

If the agaitators do not cease their senseless violence (they have cabbled Amnestry International about the arbitrary killings and grave violation of human rights in their State, but themselves continue to be inhuman in their dealings with the immigrants, the tribals and the Bengalis), their beautiful land will eventually become their own graveyard.

কাৰ 'এক্সপ্লোইটেশ্যন'? "চেন্টাৰ্চ এক্সপ্লোইটেশ্যন" চেন্টাৰে এক্সপ্লোইটেশ্যন কৰিছে নে টাটা বিৰলাই কৰিছে নে বিদেশীয়েই এক্সপ্লোইটেশ্যন কৰিছে সেই কথা ইয়াত উল্লেখ নাই। গতিকে এইবিলাক কোনে কৰিছে সেইটো বিচাৰ্য্যৰ বিষয়। আজি অসমৰ এই ঘটনাবিলাকক কেৱল 'ডিষ্টাৰ্বেন্স' বুলি কোৱা হৈছে। মই ভাবো ইয়াক 'ডিষ্টাৰ্বেন্স' নুবুলি কব লাগিব এটা ভয়াবহ অৱস্থা। ... চকুৰে চকুৰে জুই জ্বলি আছে, অন্তৰ ক্ৰোধান্বিত হৈ আছে। প্ৰত্যেক জন মানুহ, গোষ্ঠীয়ে ক্ৰোধ, হিংসা আৰু জিঘাংসাত চলি আছে। কেনেকৈ সেই জুই নুমাব পাৰি তাক আমি বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। সম্প্ৰদায়িক ঘটনা হলে এদিন দুদিন, বা এক সপ্তাহত থমাই ৰাখিব পাৰি। কিন্তু অসম আজি জ্বলি আছে। অসমত যি সংঘৰ্ষ চলি আছে সি চলিয়েই থাকিব। তেনেহলে এতিয়া কি হব? ইলাষ্ট্ৰেটেড উইকলিত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে—

অসমত আজি গ্ৰেভ ইয়াৰ্ডত পৰিণত হৈছে। আমি ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াত আজি এটা বাটা বৰণৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো হৈছে ইয়াত লিখিছে যে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে অসম পুলিচ চি, আৰ, পি টেৰৰ হৈ পৰিছে আৰু অনা অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে অসম পুলিচ টেৰৰ হৈ পৰিছে আমি এইটো ভাবিলে ভুল কৰা হব যে সকলো অসমীয়া পুলিচেই হত্যাত লিপ্ত হৈছে। সেইদৰেই সকলো চি-আৰ-পিয়েই অসমীয়া মানুহক অত্যাচাৰ কৰা নাই। আজি অসমীয়া মানুহ মাত্ৰেই অনা অসমীয়া মানুহৰ শত্ৰু এনেকুৱা মানষীকতা গঢ়ি উঠিছে। আমাক আহি মানুহ বিলাকে কৈছে যে অসম পুলিচ নালাগে চি-আৰ-পি লাগে। এই ধৰণৰ যিটো অবিশ্বাৰ ভাব গঢ়ি উঠিছে এইটো মাৰাত্মক ক্ষতিকাৰক। আৰি যি সকলে ৰাজনীতি কৰিছো সেই সকলেও এটা কথা ভাবি লৈছে যে অসম পুলিচ আন্দোলন কৰে চি আৰ পিয়ে আন্দোলন নকৰে। চি আৰ পি অসমীয়াৰ শত্ৰু। এই ধাৰণা ভুল। মঙ্গলদৈত যি পুলিচ বিষয়া মাৰিছিল সেই পুলিচ বিষয়া আন কোনো নহয়, তেওঁ হল সন্দিকৈ। অসমীয়া পুলিচ বিষয়া। গতিকে সকলো অসম পুলিচকে একে শাৰীত থলে অকল আজিৰ কাৰণেই নহয় ভবিষ্যতৰ কাৰণেও, এই অবিশ্বাস, সন্দেহ ক্ষতিকাৰক হব। এই দেশ অসম দেশ। এই দেশৰ লৰা ছোৱালীয়েই পুলিচ হব লাগিব। বিহাৰৰ লৰা ছোৱালী ইয়াত পুলিচ হব নোৱাৰে। এই অসম দেশৰ লৰা-ছোৱালীয়েই আজি ইয়াত মন্ত্ৰী হৈছে, বিহাৰৰ লৰা ছোৱালী ইয়াত মন্ত্ৰী হবলৈ অহা নাই। অসমীয়া মানুহ মাত্ৰেই সকলোৱে মানবতা বোধ নাইকীয়া হৈ যোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে আজি মাত মাতিব পৰা নাই। মাৰাত্মক শত্ৰু তেওঁলোকৰ আগত থিয় হৈ আছে। তেওঁলোকে কথা কব

নোৱাৰে। অসমীয়া, অনাঅসমীয়া সকলোৱে আজি লগ লাগিব লাগিব, লগ লগাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আজি চৰকাৰে কিছুমান কথা কবলগীয়া আছিল, কোৱা নাই। এই সকলো বিলাক পৰিস্থিতিৰে মূল সমস্যা হৈছে বিদেশী নাগৰীকৰ সমস্যা। বহুতো মানৱতা বোধ থকা মানুহেও ইয়াত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে। এই বস্তুটো এনেকৈ বুজাই দিয়া হৈছে যে প্ৰথমতে কলে যে ইয়াত ৫০ লাখ বিদেশী নাগৰীকে আছে। পিচত কলে যে ৭৭ লাখ বিদেশী নাগৰীক আছে। এতিয়া ৯ লাখ আছে বুলি ছাত্ৰ সংস্থা আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে মানি লৈছে। ইয়াত প্ৰকৃততে কিমান বিদেশী নাগৰীক আছে সেই কথা চৰকাৰে তথ্য পাতিৰে পৰিবেষণ কৰিব লাগে। এই সমস্যাটোৰ এটা সমাধান কৰিব লাগে। এই সমস্যাটোৰ সমধানৰ কাৰণে আজি তিনি বছৰ ধৰি আলোচনা কৰা হৈ আহিছে। মই কও যে এইটোৱেই যথেষ্ট নহয়। ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আন্দোলনৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ সকলে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী কাম কৰি থকা নাই তাক দৃঢ়তাৰে কব লাগিব। ভাৰতৰ নিৰপত্তা ৰক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰে বাইজক নেতৃত্ব দিব লাগিব। মূলতঃ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে চৰকাৰে এটা কথা অবজ্ঞা কৰি আহিছে। সেইটো হৈছে বিপাবলিক আৰু স্বাধীনতা দিবস বয়কোট। এই বয়কোট অনুস্থান আজি তিনি বছৰ ধৰি চলি আহিছে। জাতীয়পতাকা দহন কৰা হৈছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি ঘূৰি আহোতে মানুহে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আহোতে গোৰেশ্বৰত গোবাঙ্গ পালে প্ৰাণ দিবলগীয়া হল। এই বিলাক কথাত দৃষ্টিপাত কৰিব লাগিব। আজিও যদি কৈ থকা হয় যে পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হৈছে তেতিয়াহলে পৰিস্থিতিৰ ভুল বিশ্লেষণ কৰা হব। পৰিস্থিতিৰ উন্নত হোৱা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমি এইদৰে কব পাৰো যে আজি পৰিস্থিতিক্ৰমে ক্ৰমে বেয়াৰ ফালেহে গৈ আছে। আজি হিংসতো এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজতে আবদ্ধ থকা নাই ই সকলো মাজলৈকে বিয়পি পৰিছে। এইটো হৈছে গৃহ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰ লক্ষণ। গোটেই পৰিস্থিতিৰ বিষয়েই আমি গুৰুত্বৰূপে কৰিব লাগিব। অসম ভাৰতৰেই এখন অংঙ্গ ৰাজ্য। এই খন অসমক ৰক্ষা কৰা মানেই ভাৰতক ৰক্ষা কৰা। অসমক স্বাভাবিক অৱস্থাত ৰখাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ। অসমৰ সকলো বাসিন্দাৰ মাজত থকা অবিশ্বাস, সন্দেহ ভাব দূৰ কৰিব লাগিব।

ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমি এটা কথা নাপাই বৰ আচৰিত হৈছো। সেইটো হৈছে ঘৰ জলোৱা। ৰাজ্যপালৰ ভাষণত এটা ঘৰো জলাৰ কথা উল্লেখ নকৰিলে। আজিৰ পৰা যদি ৫০ বছৰৰ পিচত কোনোবাই এই ৰাজ্যপালৰ ভাষণ পঢ়ে তেতিয়াহলে তেওঁ লোকে কব যে ১৯৮৩ চনত এটা ঘৰো জলা নাছিল। আমি সকলোৱেই দেখিছো যে শ শ প্ৰাইভেট ঘৰ পোৰাৰ কথাই নাই পাবলিক ঘৰে বহুত পুৰিলে। অসমত প্ৰায় ৪০ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ পুৰিলে। কিন্তু এটা ঘৰো পুৰাৰ কথা উল্লেখ ৰাজ্যপালে নকৰাটো লজ্জাজনক কথা। সত্যক এইদৰেই ধামাচাপা দি ৰাখিব পাৰি জানো? আমি মাৰ্ক্সবাদী সকলে সকলো বিলাক বস্তুগত সত্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিও। সেই মতে বিশ্লেষণ কৰো। ইয়াত যি হৈছে সেইটো আমি নাপালে আমি জনসাধাৰণক কি গৈ কম? আমাৰ চকুৰ আগত তেখেতৰ চকুৰ আগত হয়নে নহয় কব নোৱাৰো কিন্তু মোৰ চকুৰ আগতে ঘৰ পুৰি আছে। কলে তেখেতৰ চকুৰ আগত হয়নে নহয় কব নোৱাৰো কিন্তু মোৰ চকুৰ আগতে তেখেতৰ ঘৰ পুৰিলে চি-সহায় কৰাতো কোনো নাই। এজন প্ৰিজাইদিং অফিচাৰৰ চকুৰ আগতে তেখেতৰ ঘৰ পুৰিলে চি-আৰ-পিক জুই নোমোৱাবলৈ কলে কিন্তু কোনো নগল। মই গৈ পুলিচক কোৱাত মোক কলে যে চাৰে তিনি বজাত যাম। চাৰে তিনিবজালৈ যেন ঘৰ বিলাক নজ্বলি ৰখি থাকিব? প্ৰাণ গলে একলাখ টকা দিয়া চৰকাৰে প্ৰিজাইদিং অফিচাৰৰ সকলো যোৱাত সহায় কৰিব নোৱাৰিলে। এয়ে চৰকাৰ? সিদিনা সেই মানুহজন মোৰ ওচৰলৈ অহাত মই শ্ৰীগগৈৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিলো।

চকুৰ আগতে জুই জলোৱা স্বত্তেও চি, আৰ, পিয়ে আক্ৰমণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰু এজেহাৰ দিয়াৰ পিছতো প্ৰকৃত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যি সকলে জুই নুমাবলৈ গৈছিল। এটা ৰেল ষ্টেচনত দুজন মানুহক দিনৰ দেবটা বজাতে হত্যা কৰিলে আৰু নামধৰি হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এজেহাৰ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহল। ১৭ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ঘৰত জুই জলিল। এজেহাৰ দিয়াৰ এমাহৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো তদন্ত নহল। অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা

কৰাৰ পিছতো জ্বই জ্বলিছে। বিজনী আদি অঞ্চলত একেৰাহে ১, ২, ৩ দিন ক্ৰমান্বয়ে জ্বই জ্বলিছে। ১৭ তাৰিখে আন্দোলনকাৰীয়ে দিছে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত আৰু তাৰ পাল্টা হিচাবে ১৯ তাৰিখে সংখ্যালঘুৰ ঘৰত জুই দিছে। শালমৰাৰ ওচৰৰ পৰা শেষ সীমালৈকে আহিছিল। বি, বি, চিয়ে সঠিক খবৰ পৰিবেশন কৰিলে কিন্তু আমাৰ নেশ্বনেল পত্ৰিকা বিলাক কেৱল নৰ্লি আৰু গহপুৰ লৈয়েই ব্যস্ত থাকিল। তেওঁলোকে অনান্য ঠাইৰ খবৰকেই নেপায়। মঙ্গলদৈৰ চাউলখোৱা চাপৰিৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ বি, বি, চিয়ে পৰিবেশন কৰিলে কিন্তু সেই খবৰ অসম প্ৰশাসনে মিছা বুলি কোৱাত যেতিয়া বি, বি, চিয়ে 'চেলেঞ্জ' কৰিলে তেতিয়াহে স্বীকাৰ কৰি ললে। আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীমেহৰোত্ৰা চাহাবে তেতিয়া কিহত ব্যস্ত আছিল? তেখেত ব্যস্ত আছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ম্মচাৰীক অদল-বদল কৰাত। তেখেতেই নিৰীহ জনসাধাৰণৰ হত্যাৰ কাৰণে অপৰাধী ব্যক্তি। তেখেতে এই ঘটনা বিলাক ইমান দিন গোপনে ৰাখিছিল কিয়? তা জবাব কোনে দিব? আন্দোলনকাৰীয়ে ঘৰ জ্বলাইছিল আৰু তাৰ পাল্টা আক্ৰমণ হিচাবে সংখ্যালঘু লোকেও জ্বলাইছিল। এইটো সকলোৰে জনা কথা কিন্তু তেখেতে এই সচা কথাবোৰ কবলাগিছিল। নগাওঁ জিলাত এই বিলাক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহলহেতেন যদিহে তেখেতে তাৰ স্থানীয় বিবেচক লোক সকলৰ কথা বিবেচনা কৰি তাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলক বদলি নকৰিলেহেতেন। কিন্তু তেখেতে কৰিলে। তাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাবেই নগাঁৱত চলিল বাধাহীন ভাৱে অগ্নিকাণ্ড। সেইকাৰণেই মই দাবীকৰো যিমান পাৰে কমদিনৰ ভিতৰতেই শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁক অসমৰ পৰা আতৰাই নিব লাগে। তেখেত নানান অপৰাধত অপৰাধী। এই কাম বিলাকৰ দায়িত্ব তেখেতে কোনোমতে এৰাব নোৱাৰে। এনেকুৱা এটা পৰিবেশ আমি অসমত যাউতিযুগীয়া হৈ থাকিবলৈ কেতিয়াও দিব নোৱাৰো। জনপ্ৰতিনীধিত্বৰ চৰকাৰ আজে অসমলৈ আহিছে। তেওঁলোকে অসম শাসণ কৰিব। অকল ইমানেই নহয়, আৰু কিছুমান মানুহ ইয়াত আছে যি সকলে ইয়াত এখন জনপ্ৰতিনিধিত্বৰ চৰকাৰে কাম কৰাটো নিবিচাৰে। এই সকল চৰকাৰী আমোলাক যিমান সোনকালে পাৰি ইয়াৰ পৰা বিদায় দিব লাগে। সকলো অসমীয়া মানুহে ধৰিলৈছে যে অনা অসমীয়া সকল অসমৰ শত্ৰু এই যিটো ধাৰণাই গা কৰি উঠিছে সেই ধাৰণাটো সলাবলগীয়া হৈছে। ইয়াতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে যে, মানুহৰ মৃত্যুৰ বিৰুদ্ধে নহয় মানবীয়তাৰ মৃত্যুৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলগীয়া হৈছে। হত্যাৰ দ্বাৰা কোনো দেশতে আজিলৈকে কোনো সমস্যাই সমাধান হোৱা নাই। ইতিহাসই ইয়াৰ সাক্ষী দিব। হিটলাৰেই ইয়াৰ প্ৰত্যক্ষ সাক্ষী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ত হিটলাৰ কোটি মানুহ হত্যা কৰিছিল। ৯১ লাখ নিৰাপৰাধী মানুহক হত্যা কৰিছিল। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে কোনো বাদ পৰা নাছিল। জাতি ধৰ্ম্ম নিৰ্ব্বিশেষে কাকো বাদ দিয়া নাছিল। অকল হত্যা কৰিয়েই এৰা নাছিল, মানুহবিলাক পুৰী চাই কৰি তাক সাৰ হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

১৯৩৬ চনত হিটলাৰে যেতিয়া কমিউনিজম ধ্বংশ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছিল তেতিয়া ভবা হৈছিল যে, কমিউনিজমক মাৰে মাৰক। কিন্তু পিছত কেৱল কমিউনিজমক হত্যা কৰাই নহয় সকলোকে হত্যাকৰাৰ কাৰণে সমৰ্থন আদায় কৰিছিল। হিটলাৰৰ কোপদৃষ্টিৰ পৰা কি খৃষ্টান, কি কেথলিক কোনেও অব্যাহত পোৱা নাছিল। ধাৰণা আছিল যে, জাৰ্ম্মানীয়ে অকল শাসণ কৰিবৰ কাৰণেই জন্মিছে আৰু সেইকাৰণেই এফালৰ পৰা পোলেণ্ড, জাপান, ৰাচিয়া, হলেণ্ড বেলজিয়াম আদি ৰাষ্ট্ৰবোৰ এখনৰ পিছত এখনকৈ হিটলাৰৰ হাতত পৰিবলৈ ধৰিলে। লাখ লাখ মানুহ হিতলাৰৰ বাহিনীৰ হাতত প্ৰাণ এৰিলে। হিটলাৰে যেতিয়া অকল চোভিয়েট ৰাচিয়াকে আক্ৰমণ কৰিয়েই ক্ষ্যান্ত নেথাকিল, ইংলংডকো আক্ৰমণ কৰিলে। তেতিয়া বিশ্ব জনমত গঠন হৈছিল ফেছিবাদৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু ফেছিবাদৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ পৰিণতি কি? পৰিণতি হব হিটলাৰ মৃত্যু।

গতিকে আজি আৰু গভীৰ ভাবে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে আমি কত আছো, আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কত আছে, আন্দোলনে আমাক কোন ফালে নিছে? আন্দোলনকাৰী সকলে এম, এল, এ যেমানে চৰকাৰ নেমানে, কি কৰাবাৰ, কি ঘটনা? কোন ফালে যাব ওলাইছে? চাৰিওফালে কেৱল হিংসাৰ অবিৰত প্ৰচাৰ। এই ভাৰতবৰ্ষত আজি অতীতৰে পৰা আজিলৈকে কত

সক্রিয়তা আছে? আজি আমাৰ বহুতো স্থানীয় নেতাই মহাত্মা গান্ধীৰ অহিংসা নীতিৰ কথা কয় কিন্তু আজি আমি যি দেখিবলৈ পাইছো এই অহিংসাৰ পৰিবৰ্ত্তে, বন্ধুত্বৰ পৰিবৰ্ত্তে হিংসাকহে প্ৰশ্ৰয় দিয়া দেখা যায়। আজি গাৱেঁ-ভুঞে চাৰিওফালে অসংখ্য দলং পৰি পেলোৱাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু এই দলংবোৰ কিহৰ? এই দলংবোৰ কাঠৰ। এই বছৰৰ ভিতৰতেই পি, ডব্লিউ, ডি বিভাগে কোটি কোটি টকা খৰচ. কৰি এই দলং বোৰ আকৌ নতুনকৈ নিৰ্ম্মাণ কৰিব। কিন্তু এই অহিংসাৰ ফলস্বৰূপে আদি অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়া সমাজৰ যিখন দলং পৰি চাৰখাৰ হৈ গল সেইখন কেতিয়াও মেৰামত কিম্বা নিৰ্ম্মাণ কৰিব পৰা হব বুলি মই নেভাবো। আজি আমি সকলোৱে এই বন্ধুত্বৰ ভাতৃত্বৰ যি খন দলং পৰি চাৰখাৰ হৈ গল সেই দলংখন কেনেকৈ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে সকলোৱে আত্মোত্সৰ্গ কৰা উচিত।

চেয়াৰমেন মহোদয়, এইখিনিতে মই আন এটা কথা চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিচাৰিছো। সেইটো হৈছে অসমৰ ভূমি সংস্কাৰৰ সমস্যা। আমাৰ অসম খন এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু এই কৃষিৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ হলে প্ৰথমেই আমি ভূমি সংস্কাৰ নীতিৰ প্ৰতি মন দিব লাগিব। স্বাধীনতাৰ পিচত কেইবাটাও চৰকাৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিচতো আজিলৈকে অসমৰ ভূমি সংস্কাৰ নীতি কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিব পৰা নাই। এই ভূমি সংস্কাৰ নীতি কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণেও বহু ঠাইত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজতো বিভেদৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাটি বাৰীৰ বহুতো খাম খেয়াৰীয়ে শেষত গৈ হিংসাত পৰিণত হোৱা আৰু তাৰ পৰাই সংঘৰ্ষতো পৰিণত হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অধিক মনযোগ দিব লাগে।

চেয়াৰমেন মহোদয়, আমাৰ অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত পিচ পৰি আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই পাঞ্জাবো এখন অসমৰ দৰে সৰু প্ৰদেশ। কিন্তু. পঞ্জাবৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছো? পঞ্জাৱত আজি শতকৰা ৮২ ভাগ মাটিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তাৰ তুলনাত অসমৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ শতকৰা কেতিয়াবা ১৬ ভাগ আৰু কেতিয়াবা ১৪ ভাগ বুলি কোৱা হৈছে। এখন দেশৰ ভিতৰতেই দুখন প্ৰদেশত এই তাৰতম্যৰ কাৰণ কি? অসমৰ যদি প্ৰকৃততে উন্নতি সাধন কৰিবলৈ বিচৰা হয় তেনেহলে এই তাৰতম্য কমাই আনিব লাগিব। উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা হাতত লব লাগিব। আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গাৱেঁ-ভুঞে কিছুমান চেলো টিউবৱেল বহুৱা কথা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু মই ভাবো এইবোৰ কিছুমান ভেকো ভাওনাহে। বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বিভাগীয় কৰ্মচাৰীসকল গৈ এই চেলো টিউবৱেল বহুৱাৰ নামত কিছুমান মানুহৰ চহী লৈ তাত চেলো টিউবৱেল পতা হৈছে বুলি সিমানতেই কাম শেষ কৰি গুচি আহে। কিন্তু সেই চেলো টিউবৱেলৰ পৰা কি কাম হৈছে বা তাত প্ৰকৃততে সেই টিউব বহুৱা হলনে নাই তাৰ তদাৰক কোনেও কৰা নাই। কেতিয়াবা যদি কোনোবাই গৈ তাত চায় তেতিয়া হয়তো দেখিবলৈ পাব তাত সেই টিউবৱেলৰ দ্বাৰা একো কামেই হোৱা নাই নাইবা তাত হয়তো টিউবেল বহুৱাই হোৱা নাই। গতিকে এই আটাইবোৰ কথা ভাল দৰে নিৰীক্ষণ কৰি জলসিঞ্চন ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মনযোগ দিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিলো।

চেয়াৰমেন মহোদয়, উদ্যোগৰ কথা যদি কোৱা হয় সি অতি দুখ লগা। আমাৰ চৰকাৰে উদ্যোগ বিষয়ত ব্যাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি ঢাক-ঢোল বজায়। উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি জন বিষয়ক লৈ এটা সংস্থা গঠন কৰা হৈছিল সেই বিষয়া জনকো চৰকাৰৰ পৰা টকা পইচা খৰচ কৰি প্ৰমোচন দি এটা আন্তৰ্জাতিক সংস্থালৈ যোৱা হৈছে। এনেদৰে অভিজ্ঞ বিষয়া সকলক বাহিৰলৈ নি বাহিৰৰ পৰা কিছুমান বিষয়া আনি উদ্যোগীকৰণ কৰিব বিচাৰিলে সমস্যা সমাধান নহয়। কিয়নো বাহিৰৰ পৰা অহা বিষয়া সকলে কেইদিনমান থাকিয়েই তেওঁলোক পুনৰ গুচি যায়। এই দৰে উদ্যোগৰ নামত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি কিবা যে লাভ হব সেইটো মোৰ মনে নধৰে। গতিকে উদ্যোগীকৰণৰ বিষয় আমি বিশেষ দৃষ্টি দিব

লাগিব। তেতিয়াহে আমি ক্ৰমবৰ্দ্ধমান নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিম। কিয়নো গণতান্ত্ৰিক দেশত ধনতান্ত্ৰিক মনোভাৱেৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাটো অসম্ভৱ। কাৰণ আজি ধনতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাতে এই বিলাক আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছে। পাঁচ শ বছৰ আগতে ইংলণ্ডত ইমিগ্ৰেচন এক্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। আজি মাৰ্গৰেট থেচাৰে এই এক্টৰ জৰিয়তে ইংলণ্ডত ইমিগ্ৰেণ্ট সকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লবলগীয়া হৈছে। এচিয়া আফ্ৰিকা আদি দেশৰ পৰা গৈ তাত চৰ্কাৰি কিম্বা ব্যৱসায় কৰি থকা লোক সকলো আজি এই এক্টৰ বলি হবলগীয়া হৈছে। গতিকে মহোদয় এই আটাইবোৰ কথা ভালদৰে চালিজাৰি চাই সকলো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰে মনোনিৱেশ কৰিব বুলি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

Mr. CHAIRMAN : Now, Mr. Tankeswar Dihingia to speak

শ্ৰীটংকেশ্বৰ দিহিঙীয়া :— মাননীয় চেয়াৰমেন মহোদয়, মাননীয় ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ সমৰ্থণ কৰি ইয়াৰ আগেয়ে ভালেখিনি কথাৰে শ্ৰীআব্দুল মহিম মজুমদাৰে সমৰ্থকসূচক প্ৰস্তাৱ ডাঙি ধৰে। এই প্ৰস্তাৱ সমৰ্থণ কৰে শ্ৰীফকন ডাঙৰীয়াই। তেখেতেও ইয়াৰ ওপৰত তেখেতৰ বক্তৃতা ডাঙি ধৰিছে। সম্মানিত ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ সমৰ্থণ কৰি মযো দুষাৰমান কবলৈ আগবাঢ়িছো। জয় জয়তে মই যোৱা নিৰ্বাচিত হৈ আজি এই বিধান সভাৰে যি সকল সম্মানিত সদস্য নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে আৰু যিসকল কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহি আমাৰ এই নিৰ্ব্বাচনত সহযোগ আগবঢ়াই নিৰ্ব্বাচনৰ কাম সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিলে সেই সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।

ইয়াৰ পিচত আজি কিছুদিনৰ পৰা স্থানীয় ভাবে প্ৰকাশিত কেইখনমান বাতৰি কাকতত 'সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা' আৰু সদৌ অসম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে আমাৰ এই বিধান সভাখন বে-আইনি আৰু অবৈধ বুলি সঘনে মত প্ৰকাশ কৰি আহিছে। এই নিৰ্ব্বাচন অগণতান্ত্ৰিক আৰু অবৈধ বুলি আখ্যা দিছে। এইবোৰ কাগজত প্ৰকাশ পোৱা এনে ধৰণৰ সকলোবোৰ অভিযোগ মই দৃঢ়তাৰে প্ৰতিবাদ কৰিছো। এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু অমূলক। কিয়নো, যিখন ভোটাৰ তালিকাৰে আমি আজি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছো প্ৰায় সেইখন ভোটৰ তালিকাৰেই যোৱা ১৯৭২ চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেইখন ভোটৰ তালিকা প্ৰায় ভোটাৰেৰে ১৯৭৮ চনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তেতিয়া অসমত জনতা চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। এই জনতা চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো ভোটৰ তালিকাৰ বিশেষ সাল সলনি ঘটোৱা হোৱা নাছিল। এই ভোটৰ তালিকাৰে নিৰ্বাচিত হৈ যেতিয়া জনতা চৰকাৰে শাসন গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে সেই চৰকাৰক অবৈধ বা অগণতান্ত্ৰিক বুলি অভিযোগ কৰা নাছিল। গতিকে এইবোৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন আৰু অমূলক। উদাহৰণ স্বৰূপে মই থাওঁৱা সমষ্টিৰ কথাকে কও যিটো সমষ্টিৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত হৈ আহিছো। মোৰ সমষ্টিত যিমান ভোটাৰ আছে তাৰ শতকৰা ৫৫ ভাগ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আৰু বাকী ভোটাৰ সকল চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ, জনজাতিয় লোকৰ ভিতৰত মিৰি দেউৰি, কছাৰী আৰু কিছু সংখ্যক মুছলমান আৰু অসমীয়া ভাষা বেঙ্গলী সম্প্ৰদায়ৰ লোক। এই নিৰ্ব্বাচিত ভোট দিয়া সকলৰ অধিকাংশই চাহ মজদুৰ জনজাতীয় আদি লোক।

মই যিটো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছো সেই সমষ্টিৰ অধিক সংখ্যক লোকেই আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোক। এই আহোম সকল ১২২৮-২৯ চনতেই চুকাফাৰ নেতৃত্বত পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ অসমলৈ আহিছিল। চাহ বাগিচাৰ যিসকল বনুৱা তেওঁলোক অসমলৈ আহিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোংৰ সময়ত আৰু সহায়ত। এই আটাই বিলাক মানুহেই কালক্ৰমত অসমত নিগাজীকৈ বসবাস কৰি বলৈ লৈছিল আৰু সময়ৰ সোঁতত তেওঁলোক মনে প্ৰাণে অসমীয়া হৈ পৰিছিল। এই লোক সকল অসমৰ পূৰ্বাণ বাসিন্দা বুলিব পাৰি। আৰু জন-জাতিয়লোক সকল অসমৰ খিলিঞ্জিয়া লোক। আৰু তেওঁলোকেই বহুদিনৰ পৰা অসমত অসমীয়া হিচাপে ভোটৰ হিচাবে অধিকাৰ পাই আৰু চৰকাৰ গঠন কৰি আহিছে। তদনুক্ৰমে অসমৰ বাকী বোৰ সমষ্টিতো ন্যায্য আৰু নিখুতভাৱে ভোটাৰ সকলে নিৰ্বাচনত ভোট দান কৰি চৰকাৰ গঠন কৰি আহিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ ভোটৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ অহাস্বত্বেও অসমৰ কিছু সংখ্যক বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পাইছে যে আমি হেনো বিদেশীৰ ভোটেৰেহে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছো।

আমাৰ এই বিধনা সভাত ১৯৭২ তথা ১৯৬৭ চনৰ পৰা জনসাধাৰণক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভালেকেইজন মাননীয় সদস্য আছে। তেখেতসকলে পৰ্য্যায়ক্ৰমে সেই বিলাক নিৰ্বাচনত নিৰ্ব্বাচিত হৈ আহিছে আৰু সেই অনুক্ৰমে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিৰ লোক সকলক পৰ্য্যায়ক্ৰমে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আহিছে আৰু সেই সকললোকেই নিৰ্ব্বাচিত ভোট দি অংশ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। বাৰ্তাৰ কাকতত যি বিলাক বিভেদ মূলক অভিযোগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে তাৰ প্ৰতি অসমৰ স্থানীয় বাৰ্তাৰ কাকত বিলাকে সমৰ্থন কৰি প্ৰচাৰ কৰি আহিছে আৰু অসমত অশান্তিৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। এইটো মই নদি কব পাৰো, এই বিধান সভা সম্পূৰ্ণ ন্যায্য আৰু সাংবিধানিক তথা গণতান্ত্ৰিক। এই কথাত অকনো ভুল নাই। দ্বিতীয়তে মই এটা কথা চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো, আৰু এই বিষয়টো সম্পৰ্কত বন্ধুবৰ আব্দুল মুহিব মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াইও তেখেতৰ বক্তৃতা প্ৰসংগত মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে স্থানীয় ভাৱে যিবিলাক বাৰ্তাৰ কাকতে অসমৰ অস্তিত্ব, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ নামত বিভেদৰ সৃষ্টি কৰিছে, মৌলানা আব্দুল জেলিল চৌধুৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বিষবিক্ষ ৰোপণ কৰিছে আৰু যিবিলাক কাকতে এই বিভেদমূলক কামত ইন্ধন যোগাইছে সেই বাৰ্তাৰ কাকত বিলাকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ১৯৬০ চনৰ অসম বিশেষ ক্ষমতা (বাৰ্তাৰ কাকত) আইনৰ প্ৰয়োগৰ অধিকতৰ প্ৰয়োজনীয় মুহূৰ্ত্ত উপস্থিত হৈছে। সেই কাৰণে মই চৰকাৰৰ দৃষ্টি গোচৰ কৰিছো, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ দৃষ্টি-গোচৰ কৰিছো যাতে এই ক্ষেত্ৰত অতি শীঘ্ৰে বিশেষ ব্যৱস্থা লৈ পৰিস্থিতি আয়ত্বাধীন কৰাত মনো-নিবেশ কৰে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ দৈনিক অসম কাকতত যিটো মত প্ৰকাশ কৰা হৈছে 'ৰাজ্যপালৰ ভাষণ সম্পৰ্কত সদনত বিতৰ্ক', এই শীৰ্ষক বাৰ্তাবিটোৰ পৰাই ইয়াৰ অন্তৰালত কি থাকিব পাৰে বুজা যায়। অসমৰ বিদেশী নাগৰিক বিতাড়ণৰ বাবে সংগ্ৰাম পৰিষদ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ নামত যি আন্দোলন ১৯৭৯ চনৰ পৰা চলি আহিছে, এই আন্দোলনৰ নামত আজি অসমীয়া জাতিৰ ভিতৰতে বিভেদৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। সেই কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষ ভাবে সদনৰ মতামত দিয়া উচিত বুলি ভাবো। অসমৰ জাতিয় অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আৰু সম্মানিত সদস্য শ্ৰীহেমেন দাস ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে আমি অসমীয়া জাতি সাম্প্ৰদায়িক বন্ধনৰে একেলগে অসমত আছিলো আৰু তাক পুনৰ প্ৰতিস্থাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰায় হিচাবে যি বিলাক প্ৰচাৰ কাৰ্য্য ইতিমধ্যে চলি আছে তাক বন্ধ কৰাৰ লাগিব। তাৰ পৰিবৰ্ত্তে অসম চৰকাৰে যিবিলাক গঠন মূলক কাম হাতত লৈছে আৰু যি বিলাক হাতত লবলৈ বিচাৰিছে সেই বিলাকৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ কাৰ্য্য চলাই আমাৰ জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিগোচৰ কাৰৰ লাগিব। আমি যি সকল সম্মানিত সদস্য নিৰ্ব্বাচিত হৈ আহিছো সকলোৱে দৃঢ়ভাবে, অসমৰ জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে, অন্যায় আৰু অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ় ভাবে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈকে এই সদনৰ নিৰ্বাচিত সদস্য হৈ আহিছো সেই পাঁচ বছৰৰ কাৰণে চৰকাৰে যিমান বিলাক আচনি গ্ৰহণ কৰিব সেই বিলাক কাৰ্য্যকৰণৰ বাবে ব্যাপক ভাবে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসম গেজেট প্ৰচাৰ কৰাৰ উপৰিও চৰকাৰী ভাবে এখন মুখপত্ৰ প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু তাত সম্পূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰিব লাগে। প্ৰচাৰ কৰাৰ উপৰিও চৰকাৰী ভাবে এখন মুখপত্ৰ প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আৰু তাত সম্পূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰিব লাগে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি এটা কথা মই কব বিচাৰিছো যোৱা দিল্লীত ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ আৰু চৰকাৰে দ্বিপাক্ষিক আৰু পিচত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক হৈছিল তাত আন্দোলনকাৰীক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে আপোনালোকৰ নেতা কোন? তেওঁলোকে কৈছিল 'মহত্মা গান্ধী'। গান্ধীজী ভাৰতৰে নহয় বিশ্বৰে এজন মহাত্মা আৰু আদৰ্শনীয় নেতা। আজি সেই নেতা গৰাকীৰ নাম লৈ অহিংসা আন্দোলন বুলি কৈ আহিছে, কিন্তু বাস্তৱত প্ৰমাণ হল যে এইটো সঁচা কথা নহয়। এই কথা বিলাক চাব লাগে। ১৯৭৯ চনৰ পৰা আন্দোলনৰ নামত আমাৰ সৰ্ব্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল বিলাকৰ কৰ্ম্মী তথা নেতা সকলৰ যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ, কথা

কোৱাৰ আৰু ৰাজহুৱা ভাৱে মত প্ৰকাশ কৰাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰ খৰ্ব্ব কৰি দিয়া হৈছে। ৰাজহুৱা ভাবে সভা সমিতি পাতি আমি আমাৰ মত, অন্ততঃ এই বিদেশী বিতাৰণ সম্পৰ্কত যুক্তিপূৰ্ণ মতো প্ৰকাশ কৰাৰ আমাক সম্পূৰ্ণ বিৰত ৰাখিছে। আমি আজি এই সদনলৈ নিৰ্ব্বাচিত হৈ আহি আমাৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে সুযোগ পাইছো। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই সদনলৈ নিৰ্ব্বাচিত হৈ অহা সদস্য মাত্ৰই বা অসমীয়া মাত্ৰেই অসমৰ পৰা বিদেশী নাগৰিক বহিস্কাৰ কৰিব লাগে বুলি স্বীকাৰ কৰিব। অসমৰ পৰা বিদেশী নাগৰিক বহিস্কাৰ হব লাগে, অসম আৰু বাংলা দেশৰ মাজত সীমাৰেখা কটকটীয়া কৰি প্ৰত্যেক বিদেশী নাগৰিককে প্ৰমাণ কৰি বহিস্কাৰ কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে একমত নিশ্চয় হব। কিন্তু বিদেশী নাগৰিক বহিস্কাৰ কৰা এই দাবী লৈ কেৱল আন্দোলন চলালেই বিদেশী বহিস্কাৰ নহয় আৰু এই মূল দাবীৰ সম্পৰ্কত যিটো অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ দ্বাৰা গোটেই অসমীয়া জাতিৰ তথা ভাৰতীয় নাগৰিকক আজি এটা শ'লঠেকত পেলোৱা হৈছে।

আমাৰ ৰাজ্যৰ তথা ভাৰতৰ নাগৰিক সকলোকে শ'ল ঠেকত পেলালে, অৰ্থাৎ আমাক দুৰ্যোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হৈছে। শেষান্তত দেখা গল যে ছাত্ৰ সন্থা বা গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ নিজা যি নীতি সেই বিলাক আৰ্তাৰি গল, ছাত্ৰসন্থাৰ নেতাসকল বিভিন্ন সৰ্ব্ব ভাৰতীয় তথা স্থানীয় ৰাজনৈতিক দলৰ পদতলা হৈ পৰিল। উদাহৰণ হিচাবে মই কব বিচাৰিছো যি সকল ছাত্ৰ বা আন্দোলনকাৰীক বিভিন্ন সময়ত মাজে সময়ে লগ পাইছিলো আৰু যিসকলে গান্ধীবাদী বুলি চিনাকী দিছিল সেই সকলেই যোৱা ১০ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে হাতত এচিডৰ টিন, পেট্ৰালৰ টিন, ধনু-কাড়, অস্ত্ৰ-সস্ত্ৰ লৈ আমাক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু আমি নিৰ্ব্বাচনৰ কাৰণে যিবিলাক কাগজ-পত্ৰ ইত্যাদি আমাৰ গাড়ীত লৈ আহিছিলো সেইবিলাক পুৰি দিলে, আমি কোনোমতে প্ৰাণ বাচিলো, হাওৰা সমষ্টীৰ পালেঙীত এই ঘটনা ঘটিছিল। আকৌ ২০ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মোৰ নিজৰ সমষ্টিতে প্ৰায় ২।৪ হাজাৰ ছাত্ৰই আৰু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ লোকে হাতত অশ্ত্ৰ-সশ্ত্ৰ লৈ নিৰীহ বাগিছাৰ ভোটদান কৰিবলৈ ভোট কেন্দ্ৰত থকা ভোটাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিলে, আনকি ৰিটাৰনিং অফিচাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাত সেই ভোট কেন্দ্ৰটো ভালেমান সময়ৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ল। এইধৰণে বিভিন্ন অঞ্চলত তদ্ৰূপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে। তাৰোপৰি নিৰ্ব্বাচনৰ আগত সঘনাই আমি দেখিছিলো জনতা পাৰ্টিৰ অটল বিহাৰী বাজপায়ী যশোৱন্ত সিং ইত্যাদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা, শিৱসাগৰ, গুৱাহাটী আদি দ'ল দেৱালয় থকা ঠাইত ভ্ৰমণ কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মাজত গৃহ কন্দলৰ সূচনা কৰিলে। যথেষ্ট সংখক লোকৰ ভোট দান কৰা প্ৰবল ইচ্ছা থকা স্বত্বেও তেওঁলোকে আন্দোলনকাৰীৰ দ্বাৰা বাধাপ্ৰাপ্ত হৈ ভোট দান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লগীয়া হ'ল। ১৯ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখৰ দিনাই আবেলি ৪-৫ বজাৰ ভিতৰত অটল বিহাৰী বাজপায়ীক এজন কাৰোৱাৰী বনৰসায়ীৰ লগত দেখা গৈছিল। শতকৰা ১৯ ভাগ মানুহ ভোট দান কৰিবলৈ সাজু হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিল কেনেকৈ অসমত ৰাইজৰ দ্বাৰা নিৰ্ব্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি-মূলক চৰকাৰ এখন গঠন কৰিব পাৰি। এই সম্পৰ্কত সেই সকল ৰাইজ ভোটদান কৰিবলৈ দৃঢ় হৈ আছিল। কিন্তু, যি সকল ছাত্ৰই মহাত্মা গান্ধীৰ নামত অহিংসাৰ পত্ৰ অনুসৰণ কৰা বুলি পৰিচয় দিছিল, সেই সকলেই বে-আইনী ভাবে ভোটদাতা সকলক বাধা দিয়াত সৰহ ভাগ ভোটাৰ ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিব লগীয়া হ'ল। তেওঁলোকক বলপূৰ্ব্বক ভাবে বাধা দিয়া হ'ল। ত্ৰিপাক্ষীক আলোচনাত সো পন্থী বিৰোধী ভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল সমূহে অংশ গ্ৰহণ কৰি বিদেশী নাগৰিক বহিস্কৰণৰ বাবে সূত্ৰ ও মত দিব নোৱাৰিলে, ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন পুনৰ বঢ়াই দিবৰ বাবে সংবিধা সংশোধন কৰিবৰ কাৰণেও মত প্ৰকাশ নকৰিলে আৰু নিৰ্ব্বাচন পতাৰ কাৰণেও মত নিদিলে। ইয়াৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীক শ'ল ঠেকত পেলাবলৈ যত্ন কৰিছিল, কিন্তু আমাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দীৰা গান্ধীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বই এনে এটা পৰিবেশতো ৰাজ্যখনত নিৰ্ব্বাচন পাতি ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৰ্য্যদা, পবিত্ৰতা আৰু গৌৰব অটুত ৰাখিলে। তাৰ বাবে আমি প্ৰধান মন্ত্ৰীক অভিনন্দন জনালো। প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে এই নিৰ্ব্বাচন পাতি বিশ্বৰ আগত ভাৰত গনতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য আৰু মাহাত্ম্য দাঙি ধৰিলে।

Mr. CHAIRMAN—I request the hon'ble member to curtail his speech as there are a large number of members who are yet to speak.

আন্দোলনকাৰী আৰু সমাজ বিৰোধী সকলৰ ধ্বংসাত্মক কামৰ ফলত অসমৰ বহু ক্ষতি হ'ল। উদাহৰণ স্বৰূপে শিৱসাগৰ মহকুমাত বহু দলং, পুল ইত্যাদি পুৰি ছাই কৰিলে, ইয়াৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ অতি কমেও ২৯ লাখ ৯৬ হাজাৰ ৮ শ টকা হব, আকৌ বহুতো শিক্ষানুষ্ঠান পুৰি ছাই কৰিলে,, সেই ক্ষতিৰ পৰিমাণ কমেও ৪ লাখ ১১ হাজাৰ টকাতকৈও বেচি হব। যি সকলে নিজকে গান্ধীবাদী আৰু শান্তিবাদী বুলি পৰিচয় দিছিল সেই সকলেই দিন দুপৰতে ইমান ভয়াবহ ভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ক্ষতি সাধন কৰিলে; আৰু এই ক্ষতিপূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰে অনাহকত যথেষ্ট টকা ব্যয় কৰিব লাগিব।

অসম চৰকাৰে প্ৰশাসনিক তদন্তৰ বাবে যি সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্ত প্ৰকৃত ভাৱে যুক্তি সংগত হৈছে। আমাৰ বিশ্বাস অপ্ৰীতিকৰ ও হিংসাত্মক ঘটনা সমূহ তদন্তত প্ৰকৃত ঘটনা কি হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি আৰু কাৰণবোৰ কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি, এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এই প্ৰস্তাৱিত প্ৰসাশনিক তদন্ত উপযোগী হৈছে।

ইয়াৰ পিচত সমবায়ৰ সম্পৰ্কত কেইটামান কথা মই পৰামৰ্শ হিচাবে আগ বঢ়াইছোঁ। আমাৰ সমবায়ৰ বৰ্ত্তমান যিবিলাক গাঠনি আছে সেই গাঠনাবলীত বৰ্ত্তমান ঘূণে ধৰিছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যিসকল লোক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন পদ লৈ আছে, সেইবোৰত দুৰ্নীতিয়ে বাঁহ লৈছে। যিবিলাক বিতৰণ ব্যৱস্থা চলি আছে সেই বিলাকৰ সুফল জনসাধাৰণে পোৱা নাই। চৰকাৰে যাতে সমবায়ৰ এইবোৰ কেৰোণ গুচাই সংস্কাৰ সাধিব পাৰে তাৰ বাবে মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ প্ৰতি দৃঢ়তাৰে সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলো।

Shri JIBA KANTA GOGOI—Hon'ble Speaker, Sir, I rise to lend my support to the motion moved by my friend Mr. Abdul Muhib Majumdar. I fully endorse his views. The Governor's address is quite comprehnsive and it refelects the true picture of the State.

Before going into the details of the Governor's address, I firstly give my heartful thanks to Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, for holding the election in Assam. Majority of the people of the State wanted election, all democratic minded people wanted election in Assam. She had given a courageous step in holdiug the election. Not only me, the whole house should be thankful to her for taking such a bold step. Though some political parties are now shouting that the election is illegal, before the election they did not say so. Before holding the election, Prime Minister Mrs. Gandhi discussed with all the political parties and took their opinions. They expressed this opinion in favour of holding the election. Only a few days before the election, a few parties said that they were not going to participate in the election, on the plea that it was illegal. Now they say that the Assembly should be dissolved, the Ministry should be dismissed.

Is the election illegal ? I firmaly say that the election is legal, valid and justified. Before holding the election, all constitutiona requirements had been fulfilled. Those parties, who now raise objection to the election, say that the election held under 1979 electoral roll is not valid. But they should know—the election laws clearly states that the election should be held with the most recent electaral roll. 1979 electoral roll is the latest one.

After that no electoral roll had been prepared. So, the election held under 1979 electoral roll is quite valid.

Secondly, those political parties say about the mistakes in the electoral roll. But electoral rolls cannot be always correct. To day it is correct, but tomorrow ten or one hundrad people may die. Should the election be withheld for that? Such mistakes or short comings in an electoral roll cannot be a valid ground for cancellation of the election. In this regard, Supreme Court of India had already decided in many cases and given verdict.

Thirdly, those political parties say about the low percentage of polling Everybody knows, hundreds and thousands of people wanted to vote, but they were obstracted and threatened with dire consequences. Those who objected to it should know, low percetage of polling is not a valid ground to cancel an election. It is a question of majority only. Whether one gets one vote or thousands of votes, it does not matter, but one should get majority of the votes polled. So, keeping all these points in view, the last general election, held in Assam is fully valid, legal and justified. And the Assembly and the Government formed with the elected Representatives are also valid and legal. No one should express any doubt about it.

In regard to the recent large scale human carnage and unprecedented disturbances in the State, I don't want to repeat. Several distinguished Members had already narrated about it. The story is the same every where I want to say about the latest turn of the agitation. Earlier the agitation was against the foreigners. But today it is aiming against the indigenous people, against the fellow brothers. The whole agitation is now against those people who participated or voted in the last election. They now want to kill us, they want to murder us. They have taken resolutions in open meetings to hang or to kill those persons who participated in the election. They said : "Their heads should be cut, they should not be allowed to go to the maret, they should not be allowed to purchase anything from any shop and if any shop-keeper gives them any commodity, they will take stern measures against the shopkeeper". The voters were beaten, harassed and humiliated. The entire agitation is now against fellow brothers and sistirs. All the past incidences are nothing but a pre-monitor of a civil war. I appeal to the Government to take necessary steps to stop this civil war.

Honble Speaker Sir, the problems of foreigners issue should be settled as early as possible on the principle given by the Government of India. They have annaunced that the process of detection and deportation should be started taking 1971 as the cut off year. I also want that the process should be started The Governor of Assam, in his address has also exprassed his intention to solve this vexed problen as quickly as possible. Our Hon'ble Chief Minister, after assuming his office, has also stated categorically that the detection and deportation will be commenced on the principal given by the Government of India. My humble submission to the Government is kindly fix a date and announce that from such and such date, the process of detection and deportation of foreigners will start. It will be

very helpful to nonmalise the present burning situation. Moreover, the State Government should immediately take adequate steps to stop fresh influx of forcigners.

Sir, speaking more on the Governor's address, I would like to mention about education. The Governor in his address has spelt out certain measures which are going to he implemented soon. In my opinion, our existing education system is a defective one. Our Universities are making graduates after graduates, which are of no use in the practical field of employment. Our Universities are nothing but gradnate making machines. Only for our defective education system, we have so much unemployment problems. Sir, our education sys em should be "Job-oriented". From school level according to the aptitude, some trades or some technical or practical training should be given. In every school or college, technical subjects should be introduced instead of giving general education only. We are in the need of techno-crats anq skilled persons. Not to speak of high technicians, it is very difficult to get a good driver, a carpenter, a mason, a mechanic, a machineman or a mono-operator. So, our education system should be job-oriented one, so that, there is no unemployment.

When I say unemployment, the problem faced by the State is Himalayan. According to the 1982 figure, there are 3,74 000 unemployed people in the State. This figure is likely to exceed 4 lakhs by 1983. To solve the unemployment problem, I would like to suggest that he Government should come up with the scheme of establishing small industries in every village. As for example a soap factory can be established with a minimum capital of Rs. 3000/- Soap is a consumer goods of every house. A small unit requires minimum 5 persons. Tere are about 30,000 villages in Assam. So, in one type of industry in one score, 1,50,000 people can be employed. Similary, if the Government manu factures the match-box strip and match sticks and arranges to distribute them centrally, a match factory in a small way can be established in a village with a very nominal capital. Similar is the case with candle factories and there are many such kind of industries, which can be established in every village. If the Government takes proper steps, the problem of unemployment can be solved in the state. In the mean time, to minimise the worries and difficulties of the unemployed persons, Government should introduce a scheme to give unemployment Allowance, like West Bengal and many other States.

Sir, my next point is about Health. Health is the primary thing of every human being. So, I suggest, there should be one health unit in every village and thers should be one Doctor in every unit. At present, there are many Hospitals where there is no Doctor. If we are in the shortage of Doctors, we should create more. We can introduce some condensed course so that we can create more Doctors immediately. If all the Doctors in the State are employed already to-tide over the present difficulties, we can bring Doctors from outside on a temporary basis. We have learnt that there are nearly 3000 Doctors in Bihar who are out of employment at present.

Sir, I welcome the decision of our Hon'ble Governor to reco'ganise the Administrative set-up in the state. In this connection I would like to state that Golaghat is the largest but most backward sub-division in the Sibsagar District. This sub-division deserves special consideration. As a matter of fact, no developmental work takes place in Golaghat Sub-division since independance. I appeal to the Goveinment to make Golaghat Sub-Division into a District with full-fledged District Head Quarters.

I come from Khumtai constituency of Golaghat Sub-division. Out of 126 constituencies in the state, I think, Khumtai is the most backward one. There is no developmental work at all. There is only one main road, which was made in the Ahom rule. The name of the road is Dhudat Ali. It is the oldest road but the condition is most deplorable. There are some other sub-roads, their conditions are also deplorable.

There were some wooden bridges upon them, which were also burnt down during the last violence. I appeal to the Government to take vigorous steps for the development and upliftment of my Khumtal constituency.

Mr. SPEAKER: Hon'ble Member is splakIng very well, but I hope, he will confine his speech within the time limit.

Shri JIBA KANTA GOGOI: Thank you Sir, but I require some more time to finish my speech. I may be allowed to speak after lunch break also. As regards the border problem, I would like to suggest that Government should take adequate steps to solve the border problem. My District is adjacent to Nagaland. There is always some trouble in the Nagaland border, Sir, you are aware that more then 100 people died when trouble took place in the Nagaland border of Golaghat Sub-Divison during the regime of Janata Ministry. Only a few days before the last election, one police Sub-Inspector was shot dead in the Nagaland border of the Golaghat Sub-Division. Sir, we want a permanent solution to this border problem. Steps should be taken immediately to solve this. If needed, the services of our M. L. As. should also be taken to negotiate and finalise the borders with out neighbouring States.

Mr. SPEAKER: The Hon'ble Member will resume his speech after lunch.

The House now stands adjourned till 2·30 p. m.

(The House re-assembled after lunch break at 2:30 p.m. with Speaker in the Chair).

Mr. Speaker: I hope, the Hon'ble member Shri Gogoi will finish his speech within 5 minutes time.

Shri JIBA KANTA GOGOI: Mr. Speaker Sir, 5 minutes time will be too short to express my ideas. I may be given some more time so that I can express my ideas properly, Sir, the Governor in his address has mentioned about the 20 point programme enunciated

by our Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, and the possible Govt. measures which are going to be taken up in this direction. If all the 20 point programmes are implemented properly. and I am sure Assam will be one of the most developed States in the Country. We must know Mrs. Gandhi's 20 point programme is the charter of economic development of the Country.

Now, I am coming to the agricultural front. Hon'ble Governor has in his address mention'd that adequate steps are being taken for the development of agriculture in the State. My humble suggestion before the Govt. is that there should be one agricultural unit in every village. Our agricultural process should be mechanised with modern system of epuipments. Sir, after this long three years of agitation our cultivators and agriculturists have lost their economic strength; and they now require adequate number of tractors and other essential equipments for modern system of cultivation. I therefore, suggest that at least one agricultural unit based on modern system of equipments is established in every village, so that our poor agriculturist will be able to derive proper benefits in the field of agricultural development.

I am thankful to *Shri* Prakash Mehrotra, Governor of Assam for ntroducing Televesion *in our State during his* time. But I am feeling guilty becomes, we at *Gauhati City* are only fortunate to enjoy Televesion. The people *of other Parts of* the State could not enjoy Television. I appeal to the Government to cover other parts of the State also in the Television net-work. Moreover, all the National Programmes telecast from Nw Delhi should be telecaste to this region.

As regurds the development of Sports, the proposed Patiala teype Sport College should be established as early as possible. It will be a great help for our younger generation and enthusiastic sports lovers.

Sir, the Governor *in his* speech has mentioned about the irrigation facilities to be provided *in the* State. Here my humble suggestion is that the mighty Brahmaputra *is* to be properly harwnessed for the benifit of the State of Assam. If the mighty river is properly harnessed as in the case of other mighty rivers in the would, it will be a joy for us all. In different parts of the world not only the mightiest revers but even some big oceans are also harnessed for the benefit of the people.

Now, I am coming to the development of tourism. Governor in his address has mentioned that Govt. will take adequate steps for the development of tourism. Assam is rich in natural resources and that is know to all. As in the case of other countries like America, Japan etc. we may also exploit properly onr natural resourcces for the development of tourism in the State. A properly developed tourism will attract foreign visitors to a great extent. Sir, as you know in Florida, California and in Japan, natural resources of their States are developed to a great extent and as a result of that tourists from all over the world are visiting these courntries. Sir, you have gone abroad and you know it well how the Government in those countries are trying to develop tourism to attract foreign tourists and earn foreign exchange. Similarly, we may also earn foreign exchange to a great extent if we can attract foreign tourists by developing our tourism.

In my speech, I have already mentioned about 10 points programmes which the Governor has indicated in his address. It is really encouraging and I am sure implementation of the programme will give a new life to our young boys and girls. My humble suggestion is that all the 10 point programmes are to be taken up in right earnest for deriving benefits by our younger generation. Last of all, I would like to mention about the advertisement policies of the Government. Sir, as you are aware, so far as the payment is concerned, Assam Government is bad pay master. This is known to all concerned. My humble suggestion is the Government should immediately introduce Centralised system of payment in the light of the procedure of Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP).

In the Governor s address, it has been mentioned that the Pressmen should be given good facilities to go to the rural areas for their work. I would suggest that journalists should be given facilities as is given in other states. As for example, in some states, they are given free passes to travel all over the state ; similar facilities should be given in our State also.

Free education for girls upto the graduation level has also been mentioned. I would suggest that not only for the girls, free education upto the grad7ation level should be provided both for boys and girls.

Introduction of Old Age Pension has been mentioned in the Govr.nor's Address. It is a very good scheme. All people above 60 years should be given Old-Age Pension.

The Governor also has mentioned about road transport. Herr I have a small suggestion. It is said that every year hundrads of vehicles are auctioned and all these are taken away by outsiders. Arrangements should be made so that, these are sold to the people of the State only.

Lastly about the State Government employees. I am in favour of giving them benifits as much as possible so that we can get more work from them in return.

With these words, I extend full support to the Governor's address and I conclude.

শ্ৰীনদবদল হচেইন ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা পৰহি আমি ৰাজ্যপালৰ ভাষণ নশুনিবলৈ ওলাই যোৱাৰ কাৰণে কেইজনমান মাননীয় সদস্যই বেয়া পাইছে। আমি ৰাজ্যপালৰ ভাষণ এই কাৰণেই শুনা নাছিলো যে ৰাজ্যপালৰ ভাষণত আমাৰ আস্থা নাই। কাৰণ আজি অসমত যি গণ্ডগোল হৈছে, মাৰামাৰি কটা-কটি হৈছে সেই বিলাক কাৰ কাৰণে হবলৈ পালে? মই ভাবো যে সেই বিলাক হবলৈ পালে ৰাজ্যপাল মহোদয় আৰু তেখেতৰ উপদেষ্টা শ্ৰীসুব্ৰমনিয়ম ইয়াৰ কাৰণে প্ৰধানতঃ দায়ী। সেই কাৰণেই তেখেতৰ ভাষণ আমি শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিলো। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন চলি থাকোতেই যোৱা ১৩ তাৰিখে নগাওঁ জিলাৰ লাহৰিঘাটত গণ্ডগোল হল। লাহৰিঘাট থানা, মৈৰাবাৰী থানা, মিকিৰভেটা থানাত হাবিয়ানাৰ পুলিচ লগত লৈ আক্ৰমণ কৰিলে। তেওঁলোকে প্ৰথমে গুলি কৰি গল আৰু পিচত ঘৰ পুৰি গল। বহুত মানুহ মৰিল, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৃহহীন হল। ১৮তাৰিখে নেলীত ঘটনা ঘটিল। ১৭ তাৰিখে মোৰ নিৰ্বাচন থকাৰ কাৰণে মই আহিব পৰা নাছিলো। মই ১৮ তাৰিখেতালৈ গৈছিলো। ১৯ তাৰিখে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰীৰ লগত মই লাহৰিঘাটলৈ গৈছিলো। তাত গৈ দেখিবলৈ পালো যে তাত এটা ঘৰো নাই। নগাৱঁধাত হাবিয়ানাৰ পুলিছে মৰা ৩৫টা লাচ দেখিবলৈ পাইছিলো। ২০ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অসমলৈ আহিছিল আমি নগাৱঁধাত গৈ দেখিবলৈ পাইছিলো যে দুটা লাচগছৰ ওপৰত থকা অৱস্থাত গুলিয়াই মৰা হৈছিল। তাত লাচ বিলাক দেখি কোনো মানুহ থাকিব পৰা নাছিল। গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে তেখেতে তেনেকুৱা ঘটনা জীৱনত কেতিয়াও কোনো ঠাইতেই দেখা নাছিল। ২১ তাৰিখে প্ৰধান মন্ত্ৰী অসমলৈ আহিছিল। চি-চি, এচ-পিয়ে নগাওঁ জিলাত যি তাণ্ডবলীলাৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নহল। সেই কাৰণেই মই ভাবো যে এনেকুৱা চৰকাৰ গাদীত থকাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। এই চৰকাৰে ৰিজাইন দিব লাগে। নেলিত ১৪ খন গাৱৰ ১৮১৯জন মানুহ মাৰিলে। লাহৰিঘাট অঞ্চলত ১৩৯ জন মানুহ মাৰিলে। নেলিত যি গণ্ডগোল হল সেই গণ্ডগোল বাধা দিবলৈ কোনো নাছিল। তেওঁলোকে দল দল হৈ আক্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰথম দলে গুলিয়াইছিল পিচৰ দলে তীৰ মাৰিছিল আৰু তাৰ পিচৰ দলে দা লৈ গৈছিল আৰু ঘৰ জ্বলাই গৈছিল। অতি আচৰিত কথা যে সেই দল বিলাকৰ ভিতৰত ছোৱালীও গৈছিল আইওডিন লৈ। তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানুহ আহত হব সেই মানুহ বিলাকক চিকিৎসা দিয়া। তেওঁলোকে মাইক লৈ প্ৰচাৰ কৰি গৈছিল আগবাঢ়া, আগবাঢ়া।

জবাবাৰী মৌজা আৰু কন্দালি মৌজাত যি গণ্ডগোল হল সেই বিলাক বৰ্ণনা কৰা মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়। ১০ হাজাৰ২০ হাজাৰ মানুহ লগ হৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে অথচ পুলিচে কৰ নোৱাৰে, সেইটো কেনেকুৱা কথা হব পাৰে? বহাৰ ওচৰতে এই মানুহ বিলাক একগোট হৈছিল। তাত মানুহ বিলাক আটকাব নোৱাৰিলে। সেই মানুহ বিলাক গৈ জবাবাৰী মৌজা আক্ৰমণ কৰিলে। ২৩ তাৰিখে চামগুৰি আক্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে বাধা দিয়া হৈছিল। মৌক আজি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিলে মই বাধা দিবই লাগিব। বাধা দিওঁতে খুন জখম হব পাৰে। এইদৰে বাধা দিওঁতে খুন জখম হোৱাৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহক মাৰি লৈ বুলি ওলাল।

কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ মেপ মোৰ লগতেই আছে। অধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাক দেখুৱাব পাৰো। (হাতত থকা মেপলৈ দেখুৱাই) এইখন মুছলমান গাঁও আছিল। এই মুছলমান গাঁওখন নাইকীয়া কৰি দিছে। তেওঁলোকে কালকাজাৰী গাঁৱত গোট খাইছিল। কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে এইক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এনে কৰিলে মই ভাবো কামপুৰ অঞ্চলত যিদৰে মানুহ মৰিছে আন আন ঠাইতো এনে ঘটনা ঘটি। চামগুৰি থানা এলেকাত দুজন মানুহৰ চকু কাঢ়ি নিছে। নাম কেইটা মই কৈ দিব পাৰো। আব্দুল হামিদ আৰু আলিমুদ্দিন এই দুজন মৰিছে আৰু হাফিজুদ্দিন আৰু হাচন আলিৰ চকু কাঢ়ি নিছে। কামপুৰ থানা এলেকাৰ মানুহে ৩-৩-৮৩ তাৰিখে বাছত মানুহ লৈ আ[illegible]ছিল। বাছৰ ভিতৰতে মানুহ এজন মৰিছিল। কিন্তু তেওঁক জমা দিদি ঘৰৱাই আনিছিল। তেওঁক কোৰ্টৰ আগত হাজিৰ কৰিব লাগে বুলি হাকিমে নিৰ্দেশ দিছিল। মই বুজি নাপাও মৰা মানুহে কেনেকৈ চহী কৰিলে। তাত ওমৰুদ্দিন নামৰ

মানুহ এজনৰ মৃত্যু হৈছিল। গতিকে আমি কাৰ ওচৰত আস্থা ৰাখিম। ইয়াত মিলিটাৰিও জড়িত হৈ আছিল। শ্ৰীসুৰেণ নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰলৈ গৈ চামগুৰিৰ দ্বিতীয় বিষয়া জনে তেওঁৰ পিতাকৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকা লৈ যায়। পিছত মিলিটাৰি অফিচাৰক এই কথা জনোৱাত টকাখিনি ঘূৰাই দিয়ে। উক্ত থানাৰ দ্বিতীয় বিষয়া জনে যাইকী মানুহ এগৰাকীকো অত্যাচাৰ কৰে। তেওঁক ঘৰৰ ভিতৰত নি সোমাই ৰাখে। লাহৰিঘাটৰ নাগাবান্দাত হাৰিয়ানা পুলিচৰ এচ, আই শ্ৰীনাগিনা সিং আৰু মিলখা সিং এইদুজন বিষয়াও আছিল। এওঁলোকৰ ডি, এচ, পি জনো আছিল যেতিয়া এই কাণ্ডটো ঘটায়। আজি যি সকল শৰণাৰ্থী শিবিৰত আছে মই দেখিছো জবাবাৰী মোজাৰ শৰণাৰ্থী সকল মুকলি আকাশ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে। ওপৰত একো দিয়া হোৱা নাই। আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জবাবাৰী মোজালৈ গৈছিল। তেখেতে নিজেই দেখি আহিছে। জবাবাৰী মৌজাটো যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বৰ পিচপৰা তালৈকে যোৱাতো বৰ কষ্টকৰ। আজি যি সকলে সংগ্ৰাম কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে অসমলৈ বিদেশী আহিছে। কিন্তু মই আজি কওঁ যে স্বাধীনতাৰ পিচত কোনো মুছলমান বাঙলাভাষী মানুহ অসমলৈ অহা নাই। কাৰণ স্বাধীনতাৰ আগতে যি সকল লোক অসমলৈ আহিছে তেওঁলোকেই মাটিবাৰী পোৱা নাই, চাকৰি পোৱা নাই। গতিকে বাঙলাদেশৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত কি কৰিব? কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত কোনো সুবিধা নাই গতিকে মছলমান মানুহ অসমলৈ অহা নাই। বঙালী মানুহ কিছুমান আহিছে। জাতীয় ৰাজনৈতিক নেতা কিছুমানে তেওঁলোকক ইয়াত সুবিধা কৰি দিম বুলি কোৱাত কিছু সংখ্যক বঙালী অসমলৈ আহিছে। আগতে অসমত মৰাপাট খেতি নাছিল। মুছলমান সকলেই মৰাপাটৰ খেতি কৰি আমাৰ দেশলৈ বহুতো বৈদেশিক মুদ্ৰা আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰোপৰি চাহবাগানৰ বনুৱা সকলেও অসমৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে। মই ভাবো এই অত্যাচাৰৰ পৰা যদি আমাক বচাব খোজে তেনেহলে এই ব্যক্তি সকলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ জিলা গঠন কৰি দিব লাগে। নহলে অসম বাইফলচত শতকৰা ৫০ ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক নিয়োগ কৰিব লাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আস্থা আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লব বুলি আশা ৰাখিছো।

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিৰ্ব্বাচনৰ সময়ত আমাক দিয়া নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস ৰাখিব পৰা নাই। তেখেতে কৈছিল যে আমি নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিলে আমাক সকলো প্ৰকাৰে নিৰাপত্তা দিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কথা ৰাখিব পৰা নাই সেই কাৰণে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ নিচিনা প্ৰধান মন্ত্ৰীও পদত্যাগ কৰা উচিত।

আজি আৰু মই কব খুজিছো যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিভাগতেই যি সকল মাইনৰিটি আছে তেখেত সকলক চুপাৰছিড কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ইৰিগেচন, ই, এন, ডি আৰু মেডিকেল বিভাগত। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় এই কেইটা বিষয় চৰকাৰে চাব বুলি মই আশা ৰাখিছো। নগাঁওত যিখন চিভিল হস্পিতাল আছে তাত থকা ডক্তৰ, নাৰ্চ, কোম্পাণ্ডাৰ আদি কাৰো পৰাই আমি ভাল ব্যৱহাৰ পোৱা নাই। যেতিয়া আমাৰ নেলিৰ পৰা তালৈ মানুহ গৈছিল তাত তেখেত সকলৰ যিতো ব্যৱহাৰ সেইটো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাছিলো। কোনেও মানুহ গৈছিল তাত তেখেত সকলৰ যিতো ব্যৱহাৰ নাছিল। বাৰে বাৰে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱা হৈছিল যদিও কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। নগাঁওৰ ডি, চি আৰু এচ, পিক অকল বদলি কৰাই নহয় তেওলোকক লগে লগে চাচ্‌পেন কৰা উচিত। লগতে চামগুৰি আৰু কামপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু দ্বিতীয় বিষয়াকো চাচ্‌পেন কৰা উচিত। বৰ্ত্তমানৰ ঘটনাবলীত ১১শ মান মানুহ মৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে। মই জনামতে নেলিত ১,৮১৯ জন, লাহৰিঘাটত ১৬৯ জন আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ টিলাপথাৰত ১,০৬৪ জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল। টিলাপথাৰৰ ঘটনাৰ বাবে তাত থকা এ, ডি, চি জনেই দায়ী। গতিকে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লব লাগে আৰু যিসকল মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ ২ হাজাৰ টকা আৰু তিনি বাণ্ডিল টিনপাত দিম বুলি কৈছে যদিও এতিয়ালৈকে সেইখিনি পোৱা নাই।

লগতে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহখিনিৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নগাঁৱত এতিয়ালৈকে যি বিলাক ৰিলিফ দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে ঘৰে প্ৰতি দুই হাজাৰকৈ টকা আৰু তিনি বাণ্ডিল টিংপাত। কিন্তু চামগুৰিৰ সমষ্টিত প্ৰায় ৫০/৬০বাণ্ডিল টিংপাত গৈছে, অৱশ্যে তেওঁলোকে তাত তেনেকৈ দিয়াৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আছে। এই টিংপাত সকলোকে ভগাই দিবৰ কাৰণে নহয়। বেলেগ ভাৱতহে নিয়া হৈছে। জলজল পট্‌পট্‌কৈ এই কথা বিলাক ওলাই আছে। জৰাবাৰী, চামগুৰি, মোৰ সমষ্টি নহয়।

শ্ৰীমুকুত শৰ্ম্মা (মন্ত্ৰী): চামগুৰিৰ মাননীয় সদস্য জনৰে সমষ্টিত পৰে।

শ্ৰীৰেদুল হোছেইন: ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ আৰু বেছি কবলগীয়া নাই। এই খিনিকে কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

শ্ৰীগোলোক ৰাজবংশী: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোহি বিধান সভাৰ জৰিয়তে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনৰ সময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনত কি ঘটিছিল আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাছিলো। আজি আমি সেই সুবিধা পাইছো। মই আমাৰ মাননীয় সদস্য সকলক অনুৰোধ কৰো যাতে গঠনমূলক মনোভাৱ লৈ অসমৰ এই জলন্ত সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মন্তব্য তথ্য পৰামৰ্শাৱলী আগবঢ়াও। অসমৰ এই সমস্যা এটা ৰাজনৈতিক দলৰেই সমস্যা নহয়, বা আমাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰীহেমেন দাস ডাঙৰীয়াই কবৰ দৰে এটা চৰকাৰী সমস্যাও নহয়। এই সমস্যা হৈছে অসমত আবহমান কালৰে বসবাস কৰি থকা সকলোখিনি অসমবাসীৰে সমস্য। এইটো এটা মানবিয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে জীয়াই থকাৰ সমস্যা। গতিকে এনে এৰা পাৰপেক্ষিতত আমি যি মন্তব্যকেই নিদিও কিয় সি গঠনমূলক হোৱা বাঞ্ছনীয় আৰু যাৰ দ্বাৰা অসমৰ এই জলন্ত সমস্যা, জ্বলি থকা জুইকুৰা প্ৰশমিত হোৱাত যাতে সহায়ক হব পাৰে। আমাৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে, তেখেতৰ ভাষণত অসম চৰকাৰৰ নীতিসূচক কিছুমান কথা সন্নিবিষ্ট কৰি তেখেতৰ ভাষণ ডাঙি ধৰিছে। মই নকওঁ তেখেতৰ ভাষণ দীঘলীয়া হলেও এই ভাষণ দীঘলীয়া কৰিবৰ কাৰণে যে থল নাই। মই এইটোও নকওঁ যে, এই ভাষণত অসমৰ [illegible]টেই বিলাক সমস্যাকেই সামৰি লোৱা হৈছে। কিন্তু এইটো ঠিক যে, মূল মূল যিখিনি সমস্যা [illegible]খিনি ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰা হছে। এই খিনিকে বাখ্যা কৰি মই গঠনমূলক দৃষ্টিভংগীৰে পৰ[illegible] দি মই মোৰ বক্তব্য ডাঙি ধৰিম।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব খুজিছো, প্ৰথম ভাগটো হল ৰাজনৈতিক ভাগ, দ্বিতীয় ভাগটো হল অৰ্থনৈতিক ভাগ আৰু তৃতীয় ভাগটো হৈছে সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশ। এই তিনিওটা ভাগতে যিখিনি কথা আমাৰ মাননীয় সদস্য সকলে চুই যোৱা নাই, সেইখিনি কথাকে মই মোৰ ভাষণত ডাঙি ধৰিম আৰু সেই হিচাবেই এই ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিম।

প্ৰথমতেই এটা কথা ডাঙি ধৰিব খুজিছো আৰু সেইটো হৈছে, অসমত যি নিৰ্ব্বাচন পতা হল সেই নিৰ্ব্বাচনটো ভাল হৈছে নে নাই? বহুতো মাননীয় সদস্যই এই কথাৰ অৱতাৰণা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন হলেও কৰ বেয়া হৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ নিৰ্ব্বাচিত প্ৰতিনীধিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলেও কব এই চৰকাৰ বেয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আমি কোন পঠে যাম? এই সদনতে আমি সমালোচনা কৰিছো, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন ভাল হোৱা নাই। তাৰ দ্বাৰা আমাৰ জন-সাধাৰণৰ উপকাৰ হোৱা নাই। গতিকে এই ধৰণৰ কথা বিলাকেই যেতিয়া সংঘটিত হৈছে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কথা হৈছে এই মনোভাৱ তথা বাতাবৰণৰ উপশম আমি ঘটাবই লাগিব। আমাৰ নিৰ্ব্বাচনো এই পটভূমিতেই হৈছে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিলাকে এই নিৰ্ব্বাচনত অংশও গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ এজন মাননীয় সদস্য শ্ৰীবসুমতাৰী আজি ইয়াত নাই। তেখেতৰ

মানুহ এজনৰ মৃত্যু হৈছিল। গতিকে আমি কাৰ ওচৰত আস্থা ৰাখিম। ইয়াত মিলিটাৰিও জড়িত হৈ আছিল। শ্ৰীস্নাও‌‌‌... ন নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰলৈ গৈ চামগুৰিৰ দ্বিতীয় বিষয়া জনে তেওঁৰ পিতাকৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকা লৈ যায়। পিছত মিলিটাৰি অফিচাৰক এই কথা জনোৱাত টকাখিনি ঘুৰাই দিয়ে। উক্ত থানাৰ দ্বিতীয় বিষয়া জনে মাইকী মানুহ এগৰাকীকো অত্যাচাৰ কৰে। তেওঁক ঘৰৰ ভিতৰত নি সোমাই ৰাখে। লাহৰিঘাটৰ নাগাবান্দাত হাবিয়ানা পুলিচৰ এচ, আই শ্ৰীনাগিনা সিং আৰু মিলখা সিং এইদুজন বিষয়াও আছিল। এওঁলোকৰ ডি, এচ, পি জনো আছিল যেতিয়া এই কাণ্ডতো ঘটায়। আজি যি সকল শৰণাৰ্থী শিবিৰত আছে মই দেখিছো জৰাবাৰী মৌজাৰ শৰণাৰ্থী সকল মুকলি আকাশ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে। ওপৰত একো দিয়া হোৱা নাই। আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জৰাবাৰী মৌজালৈ গৈছিল। তেখেতে নিজেই দেখি আহিছে। জৰাবাৰী মৌজাটো যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বৰ পিচপৰা তালৈকে যোৱাতো বৰ কষ্টকৰ। আজি যি সকলে সংগ্ৰাম কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে অসমলৈ বিদেশী আহিছে। কিন্তু মই আজি কওঁ যে স্বাধীনতাৰ পিচত কোনো মুছলমান বাঙলাভাষী মানুহ অসমলৈ অহা নাই। কাৰণ স্বাধীনতাৰ আগতে যি সকল লোক অসমলৈ আহিছে তেওঁলোকেই মাটিবাৰী পোৱা নাই, চাকৰি পোৱা নাই। গতিকে বাঙলাদেশৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত কি কৰিব? কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াত কোনো সুবিধা নাই গতিকে মছলমান মানুহ অসমলৈ অহা নাই। বঙালী মানুহ কিছুমান আহিছে। জাতীয় ৰাজনৈতিক নেতা কিছুমানে তেওঁলোকক ইয়াত সুবিধা কৰি দিম বুলি কোৱাত কিছু সংখ্যক বঙালী অসমলৈ আহিছে। আগতে অসমত মৰাপাট খেতি নাছিল। মুছলমান সকলেই মৰাপাটৰ খেতি কৰি আমাৰ দেশলৈ বহুতো বৈদেশিক মুদ্ৰা আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰোপৰি চাহবাগানৰ বনুৱা সকলেও অসমৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে। মই ভাবো এই অত্যাচাৰৰ পৰা যদি আমাক ৰচাব খোজে তেনেহলে এই ব্যক্তি সকলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ জিলা গঠন কৰি দিব লাগে। নহলে অসম ৰাইফলচ্‌ত শতকৰা ৫০ ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক নিয়োগ কৰিব লাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি আস্থা আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লব বুলি আশা ৰাখিছো।

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে নিৰ্ব্বাচনৰ সময়ত আমাক দিয়া নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস ৰাখিব পৰা নাই। তেখেতে কৈছিল যে আমি নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিলে আমাক সকলো প্ৰকাৰে নিৰাপত্তা দিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কথা ৰাখিব পৰা নাই সেই কাৰণে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ নিচিনা প্ৰধান মন্ত্ৰীও পদত্যাগ কৰা উচিত।

আজি আৰু মই কব খুজিছো যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিভাগতেই যি সকল মাইনৰিটি আছে তেখেত সকলক চুপাৰচিড কৰা হৈছে। বিশেষকৈ ইৰিগেচন, ই, এন, ডি আৰু মেডিকেল বিভাগত। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয় এই কেইটা বিষয় চৰকাৰে চাব বুলি মই আশা ৰাখিছো। নগাঁওত যিখন চিভিল হস্পিতাল আছে তাত থকা ডক্তৰ, নাৰ্চ, কোম্পাণ্ডাৰ আদি কাৰো পৰাই আমি ভাল ব্যৱহাৰ পোৱা সেইটো আমি সহ্য কৰিব পৰা নাছিলো। কোনেওনুহ গৈছিল তাত তেখেত সকলৰ যিতো ব্যৱহাৰ নাই। যেতিয়া আমাৰ নেলিৰ পৰা তালৈ মানুহ গৈছিল তাত তেখেত সকলৰ যিতো ব্যৱহাৰ আছিল। বাৰে বাৰে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱা হৈছিল যদিও কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। নগাঁওৰ ডি, চি আৰু এচ, পিক অকল বদলি কৰাই নহয় তেওলোকক লগে লগে চাচ্‌পেন কৰা উচিত। লগতে চামগুৰি আৰু কামপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু দ্বিতীয় বিষয়াকো চাচ্‌পেন কৰা উচিত। বৰ্ত্তমানৰ ঘটনাৱলীত ১১শ মান মানুহ মৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে। মই জনামতে নেলিত ১,৮১৯ জন, লাহৰিঘাটত ১৬৯ জন আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ টিলাপথাৰত ১,০৬৪ জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল। টিলাপথাৰৰ ঘটনাৰ বাবে তাত থকা এ, ডি, চি জনেই দায়ী। গতিকে এইক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লব লাগে আৰু যিসকল মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ ২ হাজাৰ টকা আৰু তিনি বাণ্ডিল টিনপাত দিম বুলি কৈছে যদিও এতিয়ালৈকে সেইখিনি পোৱা নাই।

লগতে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত মানুহখিনিৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নগাঁৱত এতিয়ালৈকে যি বিলাক বিলিফ দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত আছে ঘৰে প্ৰতি দুই হাজাৰকৈ টকা আৰু তিনি বান্দিল টিংপাত। কিন্তু চামগুৰিৰ সমষ্টিত প্ৰায় ৫০/৬০বান্দিল টিংপাত গৈছে, অৱশ্যে তেওঁলোকে তাত তেনেকৈ দিয়াৰ উদ্দেশ্য বেলেগ আছে। এই টিংপাত সকলোকে ভগাই দিবৰ কাৰণে নহয়। বেলেগ ভাৱতহে নিয়া হৈছে। জলজল পট্‌পট্‌কৈ এই কথা বিলাক ওলাই আছে। জৰাবাৰী, ছামগুৰি, মোৰ সমষ্টি নহয়।

শ্ৰীমুকুত শৰ্ম্মা (মন্ত্ৰী)ঃ চামগুৰি মাননীয় সদস্য জনৰে সমষ্টিত পৰে।

শ্ৰীদেৱল হোছেইনঃ ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ আৰু বেছি কবলগীয়া নাই। এই খিনিকে কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

শ্ৰীগোলোক ৰাজবংশীঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁহি বিধান সভাৰ জৰিয়তে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনৰ সময়ত আমাৰ ৰাজ্যখনত কি ঘটিছিল আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পোৱা নাছিলো। আজি আমি সেই সুবিধা পাইছো। মই আমাৰ মাননীয় সদস্য সকলক অনুৰোধ কৰো যাতে গঠনমূলক মনোভাৱ লৈ অসমৰ এই জলন্ত সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ মন্তব্য তথ্য পৰামৰ্শাৱলী আগবঢ়াও। অসমৰ এই সমস্যা এটা ৰাজনৈতিক দলৰেই সমস্যা নহয়, বা আমাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰীহেমেন দাস ডাঙৰীয়াই কবৰ দৰে এটা চৰকাৰী সমস্যাও নহয়। এই সমস্যা হৈছে অসমত আবহমান কালৰে বসবাস কৰি থকা সকলোখিনি অসমবাসীৰে সমস্য। এইটো এটা মানবিয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে জীয়াই থকাৰ সমস্যা। গতিকে এনে এইা পাৰপেক্ষিতত আমি যি মন্তব্যকেই নিদিও কিয় সি গঠনমূলক হোৱা বাঞ্ছনীয় আৰু যাৰ বোৰা অসমৰ এই জলন্ত সমস্যা, জ্বলি থকা জুইকুৰা প্ৰশমিত হোৱাত যাতে সহায়ক হব পাৰে। আমাৰ ৰাজ্যপাল মহোদয়ে, তেখেতৰ ভাষণত অসম চৰকাৰৰ নীতিসূচক কিছুমান কথা সন্নিৱিষ্ট কৰি তেখেতৰ ভাষণ ডাঙি ধৰিছে। মই নকওঁ তেখেতৰ ভাষণ দীঘলীয়া হলেও এই ভাষণ দীঘলীয়া কৰিবৰ কাৰণে যে থল নাই। মই এইটোও নকওঁ যে, এই ভাষণত অসমৰ গোটেই বিলাক সমস্যাকেই সামৰি লোৱা হৈছে। কিন্তু এইটো ঠিক যে, মূল মূল যিখিনি সমস্যা সেইখিনি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হছে। এই খিনিকে ব্যাখ্যা কৰি মই গঠনমূলক দৃষ্টিভংগীৰে পৰামৰ্শ দি মই মোৰ বক্তব্য ডাঙি ধৰিম।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব খুজিছো, প্ৰথম ভাগটো হল ৰাজনৈতিক ভাগ, দ্বিতীয় ভাগটো হল অৰ্থনৈতিক ভাগ আৰু তৃতীয় ভাগটো হৈছে সামাজিক সাংস্কৃতিক দিশ। এই তিনিওটা ভাগতে যিখিনি কথা আমাৰ মাননীয় সদস্য সকলে চুই যোৱা নাই, সেইখিনি কথাকে মই মোৰ ভাষণত ডাঙি ধৰিম আৰু সেই হিচাবেই এই ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱটো গ্ৰহণ কৰিম।

প্ৰথমতেই এটা কথা ডাঙি ধৰিব খুজিছো আৰু সেইটো হৈছে, অসমত যি নিৰ্ব্বাচন পতা হল সেই নিৰ্ব্বাচনটো ভাল হৈছে নে নাই? বহুতো মাননীয় সদস্যই এই কথাৰ অৱতাৰণা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন হলেও কব বেয়া হৈছে আৰু জনসাধাৰণৰ নিৰ্ব্বাচিত প্ৰতিনীধিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিলেও কব এই চৰকাৰ বেয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আমি কোন পঠে যাম? এই সদনতে আমি সমালোচনা কৰিছো, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন ভাল হোৱা নাই। তাৰ দ্বাৰা আমাৰ জনসাধাৰণৰ উপকাৰ হোৱা নাই। গতিকে এই ধৰণৰ কথা বিলাকেই যেতিয়া সংঘটিত হৈছে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কথা হৈছে এই মনোভাৱ তথা বাতাবৰণৰ উপশম আমি ঘটাবই লাগিব। আমাৰ নিৰ্ব্বাচনো এই পটভূমিতেই হৈছে। বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিলাকে এই নিৰ্ব্বাচনত অংশও গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ এজন মাননীয় সদস্য শ্ৰীবসুমতাৰী আজি ইয়াত নাই। তেখেতৰ

পাৰ্টিয়ে ২৮ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তিনিটাত মাত্ৰ জয়যুক্ত হোৱাৰ পিছত নিৰ্ব্বাচন পতাটো বেয়া বুলি কৈছে। তেখেতে এই উক্তি দিয়াৰ আগতেই যদি পদত্যাগ কৰিলেহেতেঁন তেতিয়াহলে, আমি বুজিলোহেতেঁন যে তেখেতৰ এই বক্তব্যৰ সাৰমৰ্ম্মতা আছে। কিন্তু সিয়ে নোহোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াকে বুজিছো যে, তেখেতসকলৰ এই মন্তব্য কোনো ৰাজনৈতিক চাতুৰীহে মাত্ৰ। তেখেত সকলে আজি নিৰ্ব্বাচনৰ বৈধতাৰ প্ৰশ্ন তুলিছে। লগতে তেখেত সকলে ইয়াকো কৈছে যে অসমৰ এই সমস্যাৰ একমাত্ৰ সমাধান হল উদয়াচলৰ সৃষ্টি। জনজাতীয় লোক সকলৰ বিক্ষোভ আৰু অভিযোগৰ একমাত্ৰ সমাধানৰ পথ হৈছে উদয়াচল ৰাজ্যৰ সৃষ্টি। মই তেখেতক আজি এই প্ৰশ্ন কৰিছো— তেখেতে জনজাতীয়লোক সকলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ অধিকাৰ কৰ পৰা পালে? মাত্ৰ তিনিজন পি, টি, চিৰ সদস্যহে আজি বিধান সভালৈ নিৰ্ব্বাচিত হৈ আহিছে। ইয়াৰ যিজন সদস্য তেখেত সমুদায় জন সংখ্যাৰ মাত্ৰ ১২·৮৯ ভোটাৰৰ ভোট পাইহে নিৰ্ব্বাচিত হৈ আহিছে। সেই দৰে বাকী কেইজনেও কিমান ভোট পাই জয়ী হৈ আহিছে সেইটো আমি জানিছো।

(ভইচ্—আপুনি কিমান ভোট পাই নিৰ্ব্বাচিত হৈছে ?)

আপুনি যি ধৰণে আহিছে মইও সেই ধৰণেৰেই আহিছো। মাত্ৰ কেৱল কম-বেছিৰ কথাহে। ভোট দিয়াৰ পৰা আমাৰ জনসাধাৰণক বাধা দিয়াৰ কাৰণেহে যিমান ভোট পাবলাগিছিল সিমান পোৱা নহল। তাৰ দ্বাৰা এইটো নবুজায় যে সেই ৰাইজ সকল আমাৰ লগত নাই। মাত্ৰ হৈছে কম বেছিৰ কথাহে। নলবাৰী সমষ্টিত একেবাৰেই লেফটিষ্টৰ পৰা ৰাইটিষ্টলৈকে সকলোৰেই আছিল কিন্তু নলবাৰী সমষ্টিৰ এম, এল, এ জনেই আটাইতকৈ কম ভোট পাইছে। মই নকওঁ যে আমাৰ মানুহে ৰাজনৈতিক ভাৱধাৰাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ নিৰ্ব্বাচনত ভোটাৰৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ কাৰণে আমি কব নেলাগিব যে আমাৰ জনসাধাৰণে নিৰ্ব্বাচন বিছৰা নাই। নিৰ্ব্বাচন বিছাৰিছে। কিন্তু নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বাধাদিয়া হৈছে। মই আজি এই পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত এই প্ৰত্যাহ্বান জনাও যে যদি মুক্ত ভাৱে নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিলেহেতেন তেতিয়া হলে ভোটাৰৰ সংখ্যা আৰু বহুত বেছি হলহেতেন। কাছাৰত য়ত কোনো আন্দোলন হোৱা নাই বা নিৰ্ব্বাচনত বাধা প্ৰদান কৰা নাই তাত ভোটদানৰ সংখ্যাৰ হাৰ বহুত বেছি। সেইদৰেই পাৰ্ব্বত্য অঞ্চল বিলাকতো। মোৰ সমষ্টিত আন্দোলন নাই। তাত শতকৰা ৪০ শতাংশ ভোট পাই মই নিৰ্ব্বাচিত হৈছো।

মাননীয় সদস্য জনে যি বিলাক কথাৰ অৱতাৰণা কৰিছে সেইটো মাত্ৰ ধৃষ্টতাহে কেৱল।

অধ্যক্ষ মহোদয়, ২ নং কথা হল আমাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা। এই বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে অংকুৰিত হৈছে। এনে ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাক লৈ অসমত বিভিন্ন সময়ত কিছুমান ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ লোকে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত অসমত কিছুমান খেলিমেলিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বহুতো ন্যস্ত স্বাৰ্থৰ লোকে সমাজবাদৰ নামত গণতন্ত্ৰবাদৰ নামত, ধৰ্ম্মৰ নামত বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণে কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি অহা আমি দেখা পাইছো। ১৯৭২ নত ভাষা আইনৰ নামত গোটেই অসমতে এটা আলোড়ণৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সেই সময়ত যিসকল লোকে এই আন্দোলন কৰিছিল তেখেত সকলে ছাত্ৰ সকলক আনকি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতিক সকলকো এই আন্দোলনত জড়িত কৰি পেলাইছিল এইবোৰ সকলো কথা ৰাইজৰ আদালতত দাবী চন হিচাবে সৰ্কলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।

ইয়াৰ পিচতেই আহিল বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা। এই সমস্যা বহুদিন পিচতহে আমাৰ মানুহে উপলব্ধি কৰিছিল। মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰথী হীৰালাল পাটোৱাৰী যদি নমৰিল হেতেন তেনেহলে হয়তো আজিও অসমৰ মানুহে এই বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ কথা গমেই নাপালে হেতেন। তেনে দৰে বহুদিন গল, বহুতো ৰাজনীতি পৰিবৰ্তন হল, বহুতো ৰাজনৈতিক নেতাই দল সলালে আৰু বহুতৰে ৰাজনীতি জীৱনৰ ওৰ পৰিল। আমাৰ সদনৰে

শ্ৰীআফজালৰ ৰহমান সেই সময়ত চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ এইফালে বহিছিল। আজি কালৰ গতিত পৰি তেখেতে সেইফালে অৰ্থাত বিৰোধী দলৰ ফালে বহিব লগা হৈছে। তেওঁলোকে সেই সময়ত এই বিদেশী নাগৰিকৰ কথা উত্থাপন কৰা নাছিল। আজি ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত পৰিহে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰৰ কথা বেছিকৈ গাব ধৰিছে। মই ভালদৰে জানো যে জনতা চৰকাৰৰ দিনতে অসমত বিদেশী নাগৰীকৰসমস্যাটোক লৈ নানা ধৰণে আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়তে ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ পিচত বাংলাদেশৰ পৰা অহা লোকসকলক বিদেশী নাগৰিক হিচাবে গন্য কৰি তেওঁলোকক ওভোটাই পঠোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছিল। কিন্তু তাতো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি নোহোৱাত ছাত্ৰ সকলৰ লগ হৈ ১৯৫১ চনলৈ পিচুৱাই যোৱা দেখা গল। এয়েই হৈছে আজি অসমৰ ৰাজনীতি।

মোৰাৰজী দেশাই আৰু চৰণ সিংক লৈ যি জনতা মন্ত্ৰীসভা গঠন হল তেওঁলোকে বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গল। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে মাত্ৰ ১৮ মাহ কাল থকাৰ পিচতে তেওঁলোকে বিদায় লব লগা হোৱাৰ কাৰণেই এইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। তেওঁলোকে যদি ১৮ মাহেও কোনো কাম কৰিব নোৱাৰিলে আমি কেনেকৈ ইমানবোৰ সমস্যা এৰেদিনে সমাধান কৰিম? আমাৰ এই চৰকাৰখন হোৱাৰ আজি মাত্ৰ এমাহ হে হৈছে।

ইয়াৰ পিচত আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ আন কিছুমান কথাৰ কাৰণে চিন্তান্বিত হব লগা হল। অসমৰ জনসংখ্যা ভিত্তিক লক্ষ্য কৰি ইয়াৰ জনসাধাৰণক কেৰাটাও ভাগত ভাগ কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান নেতাও সমস্যাত পৰিল। অনুসূচিত, জনজাতিয়, পিচপৰা আদি কেৰাটাও ভাগত যেতিয়া জনপ্ৰতিনিধিত্বৰ ভাগ কৰা হল তেতিয়া এচাম নেতা চিন্তাত পৰিল যে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ ভাত মৰা গল। এনেবোৰ সমস্যাৰ সম্মুখীন হৈ তেওঁলোকে যি ফালেই সুবিধা পায় তাৰেই আলম লৈ আন্দোলন কৰাত লাগি গল। এই আন্দোলনত বহুতৰে বন্দুকৰ গুলিত প্ৰাণ নাশ হল। কিন্তু আমি এটা কথা ভালদৰে চাব লাগিব যে এনেধৰণে মৰা লৰা-ছোৱালীবোৰ কোন আৰু কোন শ্ৰেণীৰলোক। যি সকলে আন্দোলনৰ গয়না লৈ ন্যস্ত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে লাগি আছে তেওঁলোকৰ লৰা-ছোৱালীয়ে এই আন্দোলনত মৰিছেনে? মই ভাবো কেতিয়াও মৰা নাই। বিদেশী নাগৰিকৰ আন্দোলনত প্ৰধম শ্বহীদ হল খগেশ্বৰ তালুকদাৰ। এই আন্দোলনত বহুতো নিবক্ষৰ আৰু দুখীয়া মানুহে প্ৰাণ দিলে। কিন্তু যি সকলে আন্দোলনৰ নামত ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তৃতাৰে তোলপাৰ লগালে তেওঁলোকৰ হলে একো হানি নহল। গতিকে আমি ভালদৰে চাব লাগিব যে এই আন্দোলনটো কোনে কৰিছে আৰু কাৰ কাৰণে কৰিছে। মোৰ আগৰ বক্তা শ্ৰীহেমেন দাসে কৈছে যে অসমত ৫৫ লাখ বিদেশী আছে বুলি কোৱা হৈছে। মৌলানা চাহাবে কৈছে যে অসমত বিদেশী নাই। কিন্তু মই হলে স্বীকাৰ কৰিছো যে অসমত বিদেশী লোক আছে। কিন্তু কিমান বিদেশী লোক আছে সেইটো মই নাজানো।

কিন্তু বিভিন্ন কাগজে পত্ৰে যিটো পৰিসংখ্যা পাইছো সেইমতে চালে কিছুসংখ্যক বিদেশী আছে। ইংলণ্ডৰ পৰা অহা চাহাব বিদেশী বা আমেৰিকাৰ পৰা অহা বিদেশী আৰু ভাৰতবৰ্ষ দুভাগ হোৱাৰ আগতে থকা ঠাইৰ পৰা অহা লোকসকল সেই বিলাক সকলো বিবেচনা কৰিব লাগিব। সেই কাৰণেই প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে দেশৰ আইন কানুন আৰু মানৱীয়তাৰ ওপৰত ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। সঁচা কথা। ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিখণ্ড কৰি যিবিলাক ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া থকা নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ দ্বিখণ্ড হৈ পূব পাকিস্থানৰ পৰা আজি কিছুদিনৰ আগতে বাংলাদেশ হল আৰু তাৰ পৰাই আহি বিদেশী হবলগীয়া হৈছে। কাজেই এই সকলো বিলাক কথা মানৱীয় দৃষ্টিভঙ্গীৰে চাব লাগিব। তেনে কৰিলে ইয়াত কোনো মহাভাৰত অশুদ্ধ নহয়। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে সদায় দুৱাৰ মুকলি কৰি আহিবলৈ দিব নোৱাৰি। এইটো প্ৰধান মন্ত্ৰীয়েও কৈছে। সকলো সময়ৰ কাৰণে নহয়। বিশেষকৈ অসমে নোৱাৰে। অসমৰ অভাৱ, অভিযোগৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। অভিযোগ আমাৰ আছে। ক্ষোভ আমাৰ আছে। ক্ষোভ আৰু অভিযোগে এই পৰিস্থিতি কিছু উদীপ্ত কৰিছে। সেইটো হৈছে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত

অসমীয়া মানুহৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেই কাৰণেই তাৰ সমাধান কৰিব লাগিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে ৰক্তাক্ত আন্দোলন ব্যতিমাস্ত নহয়। মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰো। ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণ সংগ্ৰাম পৰিষদে ঘোষণা কৰিছিল যে গান্ধীজীৰ আদৰ্শই তেওঁলোকৰ আদৰ্শ। হায় ভগৱান। এইটো যদি গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰ নমুনা হয় তেতিয়াহলে গান্ধীজীৰ আত্মাইও শাও দিব। এনে ধৰণৰ উদাহৰণ গান্ধীজীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাছিল। মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি, হত্যা কৰি আন্দোলন সমৰ্থন কৰিবলৈ জোৰ জুলুম কৰি, জৰিমনা কৰিয়েই যদি অহিংসবাদী আন্দোলন কৰা হয় বুলি কোনোবাই কয় সেইটো মই মানি নলওঁ। মই কওঁ যদি এয়েই হয় অৱস্থা তেন্তে হলে ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। এইটোৱে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মূল নীতি হয় তেতিয়া হলে অসম কিয় ভাৰতবৰ্ষৰে ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। ভাৰতবৰ্ষই বাহিৰত আমি চিনাকী দি পৰিচিত হওঁ অহিংস নীতিৰ দ্বাৰা। মোৰ বন্ধু মাননীয় সদস্য হেমেন দাস ডাঙৰীয়াই এইটো ফেচিষ্ট মনোভাৱাপন্ন আন্দোলন বুলি কৈছে। আৰম্ভণীতে আন্দোলন শান্তিপূৰ্ণ আছিল কিন্তু যেতিয়া দেখিলো বেৰত লিখা হৈছে নিৰ্বাচন হব নোৱাৰে। তেতিয়া বুজিলো যে আন্দোলন হিংসাৰ বাটত পৰিল। বেৰত তেজৰ লিখনি দেখি আন্দোলনৰ গতিবেগ বুজ পাইছিলো। স্কুল কলেজৰ মাজত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল। গবেষণা কৰি মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট আদায় কৰাৰ কাৰণে চেণ্টিমেণ্ট বঢ়াবৰ কাৰণে আন কিছুমানে এই আন্দোলনৰ মাজত কাম কৰি আছে। কিয়নো ছাত্ৰ সকলে তেনে কথা আৰম্ভ কৰা নাছিল। কোনোবা সুস্থ মগজেৰে চিন্তা কৰি ষড়যন্ত্ৰ কৰি দলীয় ভাৱে অসমৰে হওক বা অসমৰ বাহিৰৰে হওক, ভাৰতীয়ই হওক বা ভাৰতৰ বাহিৰৰে হওক কিছুমানে যে ইয়াৰ অন্তৰালত কাম কৰিছিল, সেইটো সহজবোধ্য হৈ পৰিছিল। দুই এজন লোকে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে মুধাফুটা হৈ পৰিল। মঙ্গলদৈৰ এজন লোকে যিটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁ একে ৰাতিৰ ভিতৰতে নামজলা সাহিত্যিক হৈ পৰিল আৰু গাঁৱে গাঁৱে গামোচা গলত লৈ বিদেশী খেদা আন্দোলনত নামি পৰিল। কিন্তু তেওঁ চাকৰিত থকা সময়ত দেশৰ স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰিছিল নে নিজৰ হকে কৰিছিল সেইটো কিন্তু কোনেও বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিল ৰাইজক তেনে ভাৱে বুজোৱা হল।

অধ্যক্ষ্য মহোদয়, এনকুৱা সমস্যাৰ পৰা কেতিয়া কি হয় সেইটো কোনেও কব নোৱাৰে। আমি কেৱল যন্ত্ৰৰ নিচিনা চলি আছো। সেই সময়তে প্ৰগতিবাদী ৰাজনৈতিক কৰা কিছুমান মানুহে সমস্যাৰ ওপৰত জাপিয়াই পৰিল। এতিয়া সেয়ে আমি সন্ত্ৰাসৰ মাজত দেখিবলৈ পাইছো। সেই কাৰণে এইটো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে ইয়ালৈ যি সকল সদস্য নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে সেই আটাইখিনি মাননীয় সদস্যক মই অনুৰোধ কৰো যে অসমৰ এই সমস্যাটোৰ অন্তৰালত যিবিলাক অৰ্থনৈতিক, সামাজিক বা ৰাজনৈতিক ফেক্টৰ আছে সেই বিলাক গবেষণা কৰক আৰু চৰকাৰলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই সমাধানৰ পথ বাহিৰ কৰাত সহায় কৰক। কিন্তু তাকে নকৰি বিধান সভাৰ মাননীয় সদস্য সকলে কোনে কেতিয়া কাক মাৰিলে, ক'ত কিমান মৰিলে তাৰ হিচাব দাঙি ধৰি থাকিলে এবছৰৰ ভিতৰতো তেনে হিচাব শেষ নহব। ইতিমধ্যে তিনি হাজাৰ মৰাৰ কথা দাঙি ধৰিছে। মই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ উল্লেখ নকৰো। উল্লেখ কৰিবলৈ মই লজ্জিত হৈছো। অসমীয়া জাতিৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে। অসমীয়া জাতিৰ এটা বুৰঞ্জী আছে। সুদূৰ মাৰোৱাৰ দেশৰ পৰা অহা লোক অসমীয়া জাতিৰ মাজত নিৰবিচ্ছিন্ন ভাৱে মিলি গৈছে। আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এই সকলে অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ কাৰণে স্মৰণীয় অৰিহণা যোগাইছে। কেৱল আগৰৱালা শব্দটোৰ বাহিৰে তেখেত সকলৰ আন একো নিজা ৰবীয়াকৈ ৰখা নাছিল। অসমৰ অসমীয়াৰ লগতে মিলি গৈছিল। স্মৰণীয় অতীজৰ পৰা কোন কেনেকৈ আহি অসমীয়া জাতি গঢ়ি ইয়াৰ ভাষা-কৃষ্টিত বাৰে ৰহনীয়া ৰং সানিলে, অসমীয়া জাতি গঠন কৰিলে তাক এটা বক্তৃতাৰ মাধ্যমত কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু অতিকৈ আচৰিত কথা আন্দোলনকাৰীৰ ফালৰ পৰা তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ত দেৱালত পোষ্টাৰৰ লিখনি দেখা পালো 'আহোমচ্ গ' বেক টু থাইলেণ্ড' এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়। আহোম সকলোকো বিদেশী কৰিব খুজিছে। তেতিয়া হলে মুছলিম সকলক কব লাগিব গ' বেক টু আৰব, ব্ৰাহ্মণ সকলক কব লাগিব গ' বেক টু কনৌজ অৰ নবদ্বীপ। এইটো কোনো পৰিসীমা নহব। হব নোৱাৰে। এইখন অসমৰ অসমীয়া জাতিৰ কোন সময়ৰ পৰা সীমাৰেখা কৰি ডেডলাইন কৰি দিয়া সহজ কথা নহয়। বিভিন্ন জাতি

বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহি অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিছে। এই সকলোবোৰেই অসমীয়া জাতিক শক্তিশালী কৰি আছে। ভাষাবিদ সকলে ভালকৈ জানিব পাৰিব অসমীয়া ভাষাত কিমান অসমীয়া শব্দ আছে আৰু কিমান অন্য শব্দ আহি অসমীয়া হৈ ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে। বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখাৰে বিভিন্ন ধৰ্ম্ম, বিভিন্ন জাতি উপজাতিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে আমাৰ অসমীয়া জাতি গঢ়ি উঠিছে আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীশংকৰদেৱে ভাৰতৰ ভিতৰতে সমৃদ্ধ জাতি হিচাবে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত অসমীয়া জাতি বুলি পৰিমাণিত হৈছে। কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় এই আন্দোলনে এই অসমৰ জাতীয় সংস্কৃতিৰ কাঠামটো ধংস কৰাৰ পথত। অসমীয়া জাতি সুস্থ সবল কৰাৰ কাৰণে যি সকল এই আন্দোলন কৰিছে বুলি ভাবিছে সেই সকলৈ মই প্ৰশ্ন কৰিছো যে আচলতে ডাঙৰ হল নে টুকুৰা টুকুৰ কৰিবলৈ আগুৱাই নিছে? আজি মজদুৰ সকল আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ ওলাইছে। বাতৰি কাকতত কেইজনমান মজদুৰৰ লবা আনি বিবৃতি দিলেই মজদুৰ সকল আমাৰ মাজত থকাটো নুসুচায়। মোৰ সমষ্টিতে মজদুৰ সকলৰ সকলৰ ওচৰলৈ ভোটৰ সময়ত গৈছিলো। তেতিয়া প্ৰথমবাৰ যাঁওতে কৈছিল যে আমি মজদুৰ সকলো অসমৰ অংশ, আমি ভোট নিদিওঁ। দ্বিতীয়বাৰ যাঁওতে কলে যে মানুহ বিলাকে কৈছে যে ভোট দিলে অন্যায় হব। তৃতীয়বাৰ যাঁওতে তেওঁলোকে কৈছে যে যাবু আমি ভোট দিম আৰু কোনোবাই যদি বাধা দিয়ে আমিও বাধা দিম। একেখিনি মানুহেই দেখুৱাইছে যে আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰসকলে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব্ব কৰিছে।

তেওঁলোকে গনতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আনৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাঠৰ দলং পুৰি জ্বলাই দিলে, চাইকেলৰ চেইনৰে চকু ফুটাই দিলে, আমি ভৰা নাছিলো তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল জুই জ্বলাবলৈ। যি সকল লোকে অসমৰ বৃহত্তৰ অসমৰ গাঠনিত, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি আকোৱালি লৈছিল, বৃহত্তৰ অসমৰ গঠন কৰাত সহাৰি যোগাইছিল সেই সকলক আজি নেবোৰ কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰা অতৰাই ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰালে। বহুতে কব পাৰে এনেবিলাক কাম সমাজ বিৰোধী লোকে কৰিছে, কিন্তু এই সমাজ বিৰোধী লোকক শাসন কৰিবলৈ কোনে সুবিধা দিলে। যি সকলে আন্দোলন কৰিছিল সেই সকলে প্ৰথমতে অহিংসা আন্দোলন কৰিছিল কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া হিংসাৰ ফালে ঢাল খালে তেতিয়া তেওঁলোকক কিয় বাধা দিয়া নহ'ল? বাতৰি কাকতত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যে আন্দোলন বন্ধ কৰিব কিন্তু এতিয়া যি সকলে আন্দোলন কৰিছিল, দেখা যায় সেই সকলৰ হাতত আন্দোলনৰ নেতৃত্ব নাই। সেই আন্দোলন এতিয়া সেই সকলৰ হাতত আছে যি সকলে সমাজ বিৰোধী কাৰ্য্যকলাপৰ সুযোগ লৈ অসমক ভাগ কৰাৰ আৰু ভাৰতক দুৰ্ব্বল কৰাৰ সপোন দেখিছিল সেই সকলেই আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত এই ভয়ানক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিলে। অধ্যক্ষ মহোদয় মই আগতেই কৈছো, আমাৰ সময় এতিয়াও যোৱা নাই, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি বিকাশ কৰিবলৈ আমিও বিচাৰো, যদি কোনোবাই কয় অসমৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰ যদি কোনোবাই ঠিকা লৈছে, তেনেহলে সেই বিকাশ তেজেৰে বাঙলী কৰি, তেওঁৰ নৈ বোৱাই, ঘৰ-দুৱাৰ জুই লগাই হব নোৱাৰে। তেখেতসকলে এতিয়াও বাইজক নিৰ্দ্দেশ দিয়ক, প্ৰকাশ্য ভাবে ঘোষণা কৰক যে যি হত্যাকাণ্ড ঘটিছিল তাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে লব আৰু তাত কোনো পুলিশ মিলিটাৰীৰ প্ৰয়োজন নহব। কিন্তু আজি সমাজৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰা হৈছে। শোভাযাত্ৰাত নগলে নানা ভাবুকি দিয়ে ঘৰত জুই লগাই দিম, আন্দোলনক সমৰ্থন নকৰিলে ৫ হাজাৰ টকা জৰিমনা দিব লাগিব ইত্যাদি নানা ধৰণৰ ভাবুকি, গতিকে অসমত থাকি কেনেকৈ আন্দোলন সমৰ্থন নকৰো বুলি কব, তাত কোনো বাধা দিব পাৰে। গতিকেই মই ভৰো যদি আমি সমাজখনক পুনৰ গঠন কৰিব খোজো তেতিয়াহলে আমি হিংসাক প্ৰশ্ৰয় কেতিয়াও দিব নালাগিব, আমাৰ অসম ৰাজ্যখনৰ ভাগ্যমান অভাব-অভিযোগ আছে, গতিকে তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে যাতক পৰামৰ্শ দিয়ক, জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যাতক তেওঁলোকক বুজাওক, কিয়নো তেওঁলোকৰো আন্দোলন কৰিবৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু হিংসাৰে নহয় বুজা-বুজিৰ মাজেৰে, আজি বিভিন্ন লোকৰ মাজত এটা বুজাপৰাৰ বাত বিৱৰণ সৃষ্টি কৰক। প্ৰকৃততেই আজি এনে এটা অৱস্থা হৈছে যে আমাৰ ভবিষ্যত জেনেৰেশ্যনৰ কি অৱস্থা হবগৈ কল্পনা কৰিবলৈ ভয় লাগে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত হোৱা ঘটনা প্ৰবাহত বহুতে বহু ধৰণে কব কিন্তু মোৰ ব্যাখ্যাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। উদাহৰণ স্বৰূপে চাওক গহপুৰতটো কোনো বিদেশী কথা নাছিল, ইয়াৰ মূলতে কথা হল মাটি, গহপুৰত ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভত বেদখল হৈছে আৰু আগতেও চলি আহিছে তাত জনজাতিয় আছে আৰু অ-জনজাতিয় লোকো সোমাই গৈছে, এইটো বহু দিনৰে পৰা চলি থকা ঘটনা।

নিৰ্বাচনৰ এই সুবিধা লৈ আৰু নিৰ্বাচনৰ এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰি প্ৰৰোচনামূলক কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা এনে ধৰণৰ ঘটনা গহপুৰত সৃষ্টি কৰালে। সেইদৰে খৈৰাবাৰীটো একেই কথা। তাঁত বাঙলা ভাষী বহু মানুহক পট্টন দিয়া হৈছে। সেই পট্টনত স্থানীয় লোকে সহিব পৰা নাছিল। আৰু সেয়েহে এই নিৰ্বাচনী আচিলা লৈ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। সেইদৰে লুটুমাৰীতো একেই ঘটনা সংঘটিত হল। গোহাঁই দেৱে উচ্ছেদ কাৰ্য্য তাত চলাইছিল। সেয়ে তাঁত অসন্তুষ্টিৰ ভাব প্ৰকট হৈছিল নেলিতো একেই মাটিৰ কাজিয়া। ১৯৬৪ চনৰ পৰা লাগি আছে। ৰেভিনিউ বোৰ্ডত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিচত তেতিয়াৰ পৰা এটা অসন্তুষ্টিৰ ভাব জাগি উঠিছিল আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ সুবিধা লৈ তাঁত ঘটনা সংঘটিত হল। এনেবোৰ কথাকে মূলধন কৰি লৈ কিছুমান মানুহে অসমত ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে। গহপুৰত জনজাতীয় অজনজাতীয় দুয়োটাই আছে। তেওঁলোকৰ মাজত এনে কিছুমান ভাব জগাই দিয়া হৈছে সেইদৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কিছুমান লোকে প্ৰৰোচনামূলক কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহক উচতাই ভয়াবহ ঘটনা সমূহ সংঘটিত কৰালে নিৰ্বাচনীৰ আচিলা লৈ এই জুই জ্বলাই দিলে গতিকে এই ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে ভালদৰে গবেষণা কৰি ইয়াৰ উহ উলিয়াবই লাগিব।

আজি আমি জীয়াই থকাটোও সহজ কথা হৈ থকা নাই। ইয়াক বাধা দিয়াৰ কাৰণে যি সকল মানুহ নিষ্ঠাৰে আগবাঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ জীৱন বিপন্ন, ৰাজনীতি বিপন্ন, আৰু পৰিয়ালো বিপন্ন। কিন্তু আমি আগবাঢ়ি যাবই লাগিব। ৰাজনীতিৰ কথা এৰি মই অৰ্থনৈতিক কথা কিছু উল্লেখ কৰিব খুজিছো। এই বিষয়ত মই দীঘলীয়া নকৰো, কাৰণ বাজেট বক্তৃতাত কবলৈ পাম। খালি এটা কথাহে মই কব খুজিছো। সেইটো হৈছে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি ১৫৭৮ খন—দলং জ্বলাই দিয়া হল তাৰ ফলত অকল যাতায়তেই নহয় বাৰিষা কালত আন্দোলন কৰি যি সকল ঘৰবাৰী এৰিলে আৰু যি সকলে হাজাৰ হাজাৰ টকা দি আন্দোলন চলাই আছে সেই সকলে জানে যে অসমৰ বাৰিষাৰ সময়ত সুদে মূলে উলিয়াব পৰা হব। বস্তুৰ যোগান পৰিস্থিতিৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি চকু দিবলৈ মই চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰো। আন এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে, সেইটো হৈছে আমাৰ কৰ্মচাৰী সকল আজি বৰ বিপদাপন্ন। গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত জুদিচাৰি লেজিচলেচাৰ আৰু একজিকিউটিভ এই তিনিওতাই সমানে কাম কৰে। লেজিচলেচাৰে আইন কৰে একজিকিউটিভে কাৰ্য্যকৰী কৰে আৰু জুদিচাৰীয়ে ৰক্ষণা বেক্ষণ দিয়ে। কিন্তু আজি আমাৰ কৰ্মচাৰী সকলেহে আইন প্ৰণয়ণ কৰা দেখা গৈছে। কৰ্মচাৰী সকলে এইটো ভালকৈ বুজা উচিত যে যি পাৰ্টিৰ চৰকাৰেই নহওক, আজি আই কংগ্ৰেছ আছে, কালিলৈ পি, টি, চিৰ কংগ্ৰেছ আহিব যি চৰকাৰে ই নহওক তেওঁলোক সকলো চৰকাৰৰে অনুগামী কৰ্মচাৰী। কিন্তু আজি যেন অসমৰ প্ৰশ্ন কৰ্মচাৰী সকলৰ হাততহে। এইটো বৰ মাৰাত্মক কথা হৈ পৰিছে। আজি কংগ্ৰেছৰ আদেশমতে কাম কৰা সকলক যদি কালিলৈ কমিনিষ্ট চৰকাৰ আহি কয় যে তেওঁলোকক আৰু আমি কামত নাৰাখো তেন্তে তেওঁলোকৰ বিপদ সমুচিত। সেইকাৰণে তেওঁলোকক হিচাব মতে কাম কৰি যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। চৰকাৰৰ কাম কাজ সমালোচনা কৰিবলৈ দেশত আৰু লাখ ল্যাখ মানুহ আছে, কৰ্মচাৰী সকল তাৰ বাহিৰত থাকিব লাগে।

এই অঞ্চলৰ বিষয়ে মই কব খুজিছোঁ বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইয়াত উপস্থিত নাই। যি সকল আছে সেই সকলে তেখেতক কব। আমাৰ বনাঞ্চলৰ সমস্যাটো এটা বৰ জটিল সমস্যা হৈ পৰিছে। অসমত শতকৰা হাৰত যিখিনি বনাঞ্চল থাকিব লাগিছিল আজি সেইমতে নাই। আমি সকলোৱে কৈছো যে বনাঞ্চল বেদখল কৰা হৈছে কিন্তু উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে কোনেও সাহস নকৰে। এইটো বৰ বেয়া কথা হৈছে। কাৰণ ই সমস্যা বঢ়াইহে তুলিব। আমাৰ যিবিলাক চৰকাৰী মাটি আছে সেইবিলাক বেদখল লৈ আজি সাম্প্ৰদায়িক গোষ্ঠীৰ তিক্ততা বাঢ়ি গৈছে। সেই কাৰণে মই কৈছোঁ হয় বনাঞ্চল খুলি দিয়ক, নহয় একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়ক।

ৰাজ্যপালৰ ভাষণত ৰাজহ বিভাগৰ কথা মাথোন অলপতে উল্লেখ কৰিছে। মই ৰাজহ মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ ৰাজহৰ যি আইন কানুন আছে সেইবিলাক পুৰণিকলীয়া। আজিৰ জগতত খাপ খোৱাকৈ সেইবিলাক প্ৰণয়ণ কৰিব লাগে। ১৯৬৪ চনতে মাটি বন্দৰস্তী

কাৰ্য্যত এখন লেণ্ড বিভিনিউ চাবকুলাৰ দিয়া হৈছিল। সেইদৰে দায়িত্ব যিজন কৰ্মচাৰীৰ হাতত আছিল সেই জনেই আজি আন্দোলন কৰাত লাগিছে। এই বিলাক কথা চাবৰ কাৰণে মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছো। আজি অসমৰ মাটিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ সভাপতি বা মন্ত্ৰীক জগৰীয়া কৰিলে নহব। ৰাজহৰ দায়িত্বত যি সকল কৰ্ম্মচাৰী আছিল সেই সকলৰ কোনোবাই বাহিৰৰ মানুহ আনিলে। মাটিৰ মালিকে মাটি লৈ বাহিৰৰ মানুহৰখিনিক খেতি কৰিবলৈ লগালে। বাহিৰৰ মানুহ অনাত ৰাজহ বিভাগ আৰু পুলিচ বিভাগৰ কোন কোন মানুহ আছিল সেই কথা আপোনালোকে জানেই। ১৯৬৪ চনৰ টৰ্বপিজ পাছপৰ্ট অৰ্থাত দশ ঢাক পাছপৰ্ট কথাও আপোনালোকে জানে। সেই সময়ত কৰ্মচাৰী সকলৰ বহুতেই সীমান্তলৈ যাবলৈ আনন্দেৰে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰণ সীমান্তত মানুহ পালেই দুই টকাৰ বিনিময়ত ইপাৰলৈ ঢাক্কা মাৰি গটিয়াই দিছিল। বাংলাদেশত খাবলৈ নাই, টকা দুটা দি আহিবলৈ পালেই হল। যি সকলে এইদৰে দুটা টকাৰ বিনিময়ত দেশলৈ মানুহ আনিছিল সেই সকলেহে আজি আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈ বাতৰি কাকতত ডাঙৰ ডাঙৰ বাতৰি দিছে। সেই কাৰণে মই ভৈছো যে এই মানুহ বিলাকক আজি ৰাইজৰ মাজলৈ আনিব লাগিব। এচ, এচ, বিৰ এটা বিভাগ খোলা হৈছিল আৰু তাৰ নেতৃত্ব লৈছিল শ্ৰীদেবেন বৰা দেৱে। চলিহা দেৱৰ দিনত তেখেতৰ এজন কৰ্মচাৰীক ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল।

এজন কৰ্মচাৰীক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল চলিহাৰ দিনত যাতে বিদেশী নাহে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে। বিদেশী কোনে আনিছে তেখেতে বোধহয় জানে। এতিয়া তেখেতে বৰ বিবৃতি দি থাকে, সংবিধানৰ কথা উল্লেখ কৰে। নামটো নাকওঁ, যিহেতু তেখেত নাই, তাৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে। তেখেত আজি আন্দোলনৰ নেতা হৈছে। আন্দোলনৰ নেতা সেই সকল—যিসকল মানুহে ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হেৰুৱালে, জাতীয় সঙ্গতিত স্থান হেৰুৱালে, অৰ্থনৈতিক ভাৱে হেৰুৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। চিলিং এক্টত তেখেতৰ মাটি যায়। টিনেন্সী এক্টত তেখেতৰ মাটি যায়। মাটি পায় কোনে? তেখেতৰ কামলা কৰিবলৈ অনা দুটকা হাজিৰা পোৱা মানুহজনে মাটি পোৱাটো কেনেকৈ সহ্য কৰিব। পথাৰত খেতি কৰিবলৈ অনা মানুহজনৰ নামত টিনেন্সী এক্টত পট্টা পোৱাটো কেনেকৈ সহ্য কৰিব । গতিকে তেওলোকক আখ্যা দিছে বিদেশী আৰু বিদেশীক খেদাব লাগে। দাড়ি আৰু লুঙি পিন্ধা মানুহ দেখিলেই খেদাব লাগে। নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত লক্ষীমপুৰৰ পৰা বিদেশী খেদোৱাত সেই সকল আহি মোৰ সমষ্টিত সোমাইছে। সেই সকল হল বিহাৰৰ আৰু ইউ, পিৰ মানুহ। মাটিৰ কাজিয়া আছে তেখেতৰ। তিতাবৰত মৎস্যজীৱি মানুহক মৰা হল। তেওঁলোকে মাটি নিবিচাৰে, মাছ মাৰি খায় তেওঁলোকে বাংলা ভাষা কয়। যিবিলাক মানুহৰ খাবলৈ নাই, তেওলোকৰ কি ভাষা আছে। যিবিলাকে খাবলৈ নাপায়, পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাই, ঘৰ সাজিবলৈ মাটি নাই, তেওঁলোকৰ ভাষা, ধৰ্ম্ম, জাতিৰ মূল্য আছেনেকি? বিদেশীৰ নামত আজি কাক সাৰ্মিং লৈছে। নেপালী বঙালী আৰু মুছলমান সাৰ্মিং লৈছে। চাৰ্টাৰত আছিল বহিৰাগতক খেদোৱাটো। কিন্তু শেষত দেখিলে বহিৰাগত শব্দটো হলে ভাৰতত অৱস্থা বেয়া হব। বহিৰাগতক কনভাৰ্ট কৰিলে বিদেশীলৈ। সেই কাৰণে আমি সাৱধান হব লগা হৈছো— অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যিটো দুৰ্য্যোগ দেখা দিব খুজিছে সেইটোৰ প্ৰতি চৰকাৰে মনকান দিয়ে।

অসমীয়া সংস্কৃতি আমি বেলেগ ধৰণে গঢ়ি তুলিছো। জ্যোতি প্ৰসাদ, বিষ্ণু ৰাভাৰ গান গাঁও বিৰাট অসমীয়া জাতি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে। অসমীয়া, বঙালী, জনজাতি, অজনজাতি, নতুন পমুৱা, পুৰণি পমুৱা আদিক সাৰ্মিব লৈ গান গাইছিল। আজি তেখেতসকলে গানবোৰবো বিদেশী খেদাক লৈ প্ৰয়োগ কৰি গৈছে । বিষ্ণু ৰাভা, জ্যোতি প্ৰসাদৰ স্থান যদি সচাকৈ তেনেকৈ নিম্নগামী কৰে তেন্তে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। তেখেত সকলে অকল অসমীয়া, ভাৰতীয়ৰ কাৰণে নহয়, বিশ্বৰ জনৰ প্ৰতি আহবান জনাইছিল। কিন্তু সেইটো আমি অসমীয়াৰ কথা কৈ জোৱান সকলক উদ্বাউল কৰিছে। অসমীয়া সংস্কৃতিত আজি কেৰোণ লগাই দিছে। অসমীয়া লৰাই বাপেকক, শিক্ষকক, বয়সীয়ালক নমনাৰ কথা কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলা। আমাৰ ডেকা লৰাই নিজৰ বন্ধুৰ বদকুত দিন দুপৰত ৫ বাৰকৈ দেগাৰ বহুৱাৰ পাৰে। এই বিলাক মানুহে অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি সুস্থ সবল হৈ থাকিব দিবনে? গোটেই জাতিটোকে উন্মাদ কৰি তুলিছে। যি সকলে সংস্কৃতি সংস্কৃতিক উন্মাদ কৰি তুলিছে সেই সকলক ভাঙি দিয়ক। অসমীয়া জাতিৰ ঐতিহ্য

ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আপোনাৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আহবান জনাইছো। অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি থকা দায়িত্বৰ প্ৰতি সকিয়নি দি, আন্দোলনকাৰীৰ সহযোগৰ প্ৰতি আহবান জনাইছো—এই জাতিটোক ৰক্ষা কৰক। ধন্যবাদ।

শ্ৰীমহম্মদ আলিঃ মাননীয় সভাপতি মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত যি বিৰ্তক চলিছে সেই বিৰ্তকত অংশ গ্ৰহণ কৰি মই কেইটামান কথাৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো লগতে এই সমস্যাবোৰৰ সম্পৰ্কত গভীৰ ভাবে চিন্তা কৰি যাতে সমাধানৰ ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো। ৰাজ্যপালৰ ভাষণত যি সকল কৰ্ম্মচাৰীয়ে নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিয়া হৈছে। কিন্তু যি সকল কৰ্ম্মচাৰীয়ে নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰা নাই তেখেতসকলৰ সম্পৰ্কত নিমাত। অসমৰ অন্যান্য মহকুমাত কি হৈছে কব নোৱাৰো। কিন্তু গোৱালপাৰা মহকুমাত মই জানো শতকৰা ৯৫ ভাগ কৰ্ম্মচাৰীয়ে নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰা নাই। গোৱালপাৰাৰ নিৰ্ব্বাচনত গোটেইখিনি বাহিৰৰ পৰা অনা মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্ব্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হৈছে। গতিকে যি সকল কৰ্ম্মচাৰীয়ে নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ নকৰিলে তাৰ কাৰণে নিশ্চয় ব্যৱস্থা লব লাগিব। গোৱাল-পাৰাত প্ৰথমতে কেইজনমান কৰ্ম্মচাৰীৰ কতৃপক্ষৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা হৈছিল আৰু মূলত সেই কেইজন মুছলমান কৰ্ম্মচাৰী আছিল। মুচলমান কৰ্ম্মচাৰী ধৰি আনিবলৈ আৰম্ভ কৰোতে সাম্প্ৰদায়িক তিক্ততা সৃষ্টি হল। লাহে লাহে মুছলমান কৰ্ম্মচাৰী খিনিও কামলৈ নহা হল। ফলত গোটেই কৰ্ম্মচাৰীৰ দ্বাৰা নিৰ্ব্বাচন পৰিচালনা কৰিব লগা হল। আন্দোলনকাৰী ছাত্ৰ সন্থা, গণ সংগ্ৰাম পৰিষদৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু কৰ্ম্মচাৰী পৰিষদৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই। মই ভাবো অসমত বৰ্ত্তমান যি আন্দোলন চলিছে আন্দোলনত ছাত্ৰ সন্হা, গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ যি শক্তি সি সিমান শক্তি নহয়। আচল শক্তি কৰ্ম্মচাৰী পৰিষদ। গোৱালপাৰাত তিনিজন লৰাই গোটেই অফিচ বন্ধ কৰিব পাৰে। তিনিজন লৰাই ৰাস্তাই ৰাস্তাই কৈ গলে হল। কোনো কৰ্ম্মচাৰী অফিচলৈ নাহে। গতিকে আজি যি নতুন চৰকাৰ গঠিত হৈছে আৰু যি অফিচাৰৰ দ্বাৰা কাম কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেই অফিচাৰৰ ভিতৰত আন্দোলনৰ মূল শক্তি সোমাই আছে। গতিকে কৰ্ম্মচাৰী পৰিষদে আন্দোলন জীয়াই ৰাখিছে আৰু কৰ্ম্মচাৰী পৰিষদৰ সম্পৰ্কত চৰকাৰে চকু মুদিলে নহব। লগতে অসম পুলিচৰ কিছু অংশ এই আন্দোলনৰ লগত ওতঃ পোতঃ ভাবে জৰিত তাৰ এটা প্ৰমাণ হল গোৱালপাৰাত গোটেই নিৰ্ব্বাচন বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচ বাহিনীৰ এটা অংশই চেষ্টা কৰিছিল। জলন্ত প্ৰমাণ হল নিৰ্ব্বাচনী কাৰ্য্যালয় জুনিয়ৰ টেকনিকেল স্কুল ৯ম অসম পুলিচ বেটেলিয়ানে আক্ৰমণ কৰি ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছিল। তাত চাৰিটা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী বাকচ আছিল আৰু সেইবিলাক ধ্বংস কৰি দিব বিচাৰিছিল। তাত চি আৰ পিৰ ২৫ জন আৰু অসম পুলিচৰ ২৫০ জন জোৱান আছিল আৰু তেঁওলোকৰ ভিতৰত সমানে যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল। ভাগ্যে চি আৰ পি আৰু ৰাজস্হান পুলিচৰ মেচিন গান থকাৰ কাৰণে মেচিন গান চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। টিলাত অসম পুলিচে আশ্ৰয় লৈ গুলী মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ফলত চি আৰ পি আৰু ৰাজস্হান পুলিচৰ ছয়জনৰ মৃত্যু হল। এই যুদ্ধই প্ৰমাণ কৰে অসম পুলিচৰ এটা অংশ এই আন্দোলনৰ লগত জৰিত। গতিকে অসম পুলিচৰ কেতবোৰ বিষয়ববীয়া আন্দোলনৰ লগত জৰিত। এই সম্পৰ্কত যাতে বিহিত ব্যৱস্হা লয় তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলো। চোৰাং চোৰা বিভাগে গোৱালপাৰাত কাম কৰা নাই। এজন মানুহে আজি কেইবা বছৰৰ পৰা ৰাইফল বনাই আন্দোলনকাৰীক দিছিল। ৰাইফল পুলিচে উলিয়াব পৰা নাই। মই নিজে খবৰ দিয়াত বি এচ এফ কৰ্ম্মচাৰী এজনে ৰাইফল সহ মানুহজনক ধৰি আনে। গতিকে আই বি অসমত বিশেষকৈ গোৱালপাৰা জিলাত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মই কব পাৰো।

সভাপতি মহেদয়, অসমৰ বিদেশী সমস্যাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হিচাবে দেখা দিছে। কিন্তু অসমত বৰ্তমান যি হত্যাকাণ্ড পাটিছে তাৰ পিচতো অসমত যে বিদেশী লোক আছে মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো দুই এজন বাংলাদেশী যদি অসমত আছিল তেঁওলোক নিশ্চয় পলাই গৈছে। আৰু যিসকল এতিয়াও পলোৱা নাই মোৰ বোধেৰে তেওঁলোক অতি মানৱ, তেওঁলোক সাধাৰণ মানুহ নহয়। বজাৰ এখনত ১০ হাজাৰ মানুহ থাকিলে তাত থকা দুই চাৰিজন মানুহে গণ্ডগোল লগালে বাকীবোৰ মানুহ এনেয়ে ভয়ত পলায়। তাত আনকি কুকুৰো নাথাকে গতিকে এইবোৰ ঘটনাৰ পিচত অসমত বিদেশী থকা বুলি মোৰ বিশ্বাস নহয়।

এতিয়া ভাষাৰ কথা মই দুআষাৰমান কও। অসমত অসমীয়া ভাষাটো চৰকাৰী ভাষা হিচাবে বৰ্ত্তী নাথাকিব বুলি বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ মুছলমান মানুহ খিনিৰ অসমীয়া ভাষাৰ সৈতে ওতঃ প্ৰোতঃ সম্বন্ধ আছে। ১৯৬০ চনত ছাত্ৰাৱস্থাত অসমীয়া ভাষা আন্দোলনত মই নেতৃত্ব দিছিলো। গোৱালপাৰা জেলত আছিলো। অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে মই জেলত আছিলো আৰু এতিয়া মোৰ অঙহী-বঙহীৰ ঘৰ দুৱাৰ পুৰি পেলোৱা হৈছে। মোৰ লগতে তেতিয়া ১৫০ জন মান গোৱালপাৰাবাসী জেলত আছিল। এতিয়া আমি ভাষাৰ কাৰণে জেল খাতিও অসমীয়া হব নোৱাৰিলে। গতিকে। এই ব্যৱস্থা চলি থাকিলে গোৱালপাৰাবাসী মুছলমান সকলে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাধ্য হব। গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী আহোতে ধুপধাৰা, ছয়গাও, বকো আদি ঠাইত লুঙি পিন্ধা মানুহ দেখিলে গাড়ীৰ পৰা নমাই মাৰধৰ কৰা হয়। গতিকে এইবিলাক ঘটি থাকিলে গোৱালপাৰাবাসী ৰাইজে বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হব।

ইয়াৰ পিচত কেইটামান কথা চেয়াৰম্যান মহোদয়ৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো। ৰাজ্যপালৰ ভাষণত নদীয়ে ভঙা মানুহখিনিক মাটি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই। গতিকে নদীয়ে ভঙা মানুহ খিনিৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত একেবাৰে দুখলগা অৱস্থা। পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰী সকলে এবছৰ ডেৰবছৰলৈকে দৰমহা পোৱা নাই। দৰমহা নোপোৱা বাবে তেওঁলোক অফিচলৈ যোৱাই বাদ দিছে। সেইদৰে মিউনিচিপেলটিৰ অৱস্থাও তেনেকুৱা। বিশেষকৈ গোৱালপাৰাৰ মিউনিচিপেলটিৰ অৱস্থা শোচনীয়। তাত খোৱাপানীৰ ভাল ব্যৱস্থা নাই। গতিকে গোৱালপাৰাত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো। লগতে এন আৰ পি ৰ যিবিলাক কাম হৈছে সেইবিলাক পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে। অসমৰ একমাত্ৰ সৈনিক স্কুল থকা মৰনৈলৈ যোৱা ভাল ৰাস্তা সমূহ উন্নত নহয়। সৈনিক স্কুলৰ সৈতে যদুত্ত নেচনেল হাইৱেৰ লগত সংলগ্ন ৰাস্তাসমূহ উন্নত কৰিব লাগে আৰু এন ই চিৰ যোগেদি কাম কৰিব লাগে। কুৰিদফীয়া আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত কও যে অসমত ১৯ দফাহে কাৰ্য্যকৰী হৈছে। ৯ নং দফাটো কাৰ্য্যকৰী হোৱা নাই। ৯ নং দফাত মাটীহীনক মাটি দিয়া আৰু গৃহহীনক গৃহ দিয়াৰ কথা উল্লেখ আছে। মোৰ সন্দেহ হয় যে ছাত্ৰসন্থা আৰু গণসংগ্ৰাম পৰিষদে উল্লেখ কৰা তথাকথিত বিদেশীসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হব বুলিহে ৰাজ্যপালে এই দফাটো কাৰ্য্যকৰী কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া নতুন চৰকাৰে এই ৯ নং দফাটো কাৰ্য্যকৰী কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো। অৱশ্যে আমাৰ অসমৰ বৰ্ত্তমান যিটো জলন্ত সমস্যা সেই বিষয়ে ৰাজবংশী ভাওৰীয়াই কৈ গৈছে। সচাঁকৈয়ে আজি বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীৰ মাজত বিশ্বাস হেৰাই গৈছে। গতিকে সেই বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই আনি অসমীয়া ভাষা কৃষ্টি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ চৰকাৰক অনুৰোধ জনালো। লগতে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ ভাব ঘূৰাই আনি প্ৰশাসনীক ব্যৱস্থা সুদৃঢ় আৰু কটকটীয়া কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰি মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

শ্ৰীদানেশ আলীঃ মাননীয় সভাপতি মহোদয়, আমাৰ ৰাজ্যপালে সদনত যি ভাষণ দি গল আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ মাননীয় সদস্য আবদুল মুহিব মজুমদাৰে যি ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছে তাক সমৰ্থন কৰি বহুতো মাননীয় সদস্যাই ভাষণ দিছে। ময়ো এই প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন জনাইছো। ৰাজ্যপালে তেওঁৰ ভাষণত চৰকাৰী নীতি প্লেন প্ৰগ্ৰেম আদিৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাষণ দিয়া হয়। সেই কথা বিলাক এইবাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণতো পৰিস্কাৰ ভাবে আছে। এই ভাষণৰ বিষয়ে কবলৈ গলে বৰ দীঘলীয়া হব আৰু একোখন ৰামায়ণ মহাভাৰত হব। যিহঁওক বৰ্ত্তমান নিৰ্ব্বাচন হৈ যোৱাৰ পিচত যিবিলাক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিবিলাক মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকৰ সাহাৰ্য্য আৰু পুনৰসংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত। এই বিষয়ে চৰকাৰে কাম কৰি থকা দেখা গৈছে। যিবিলাক মানুহ শৰণাৰ্থী শিবিৰত আছে তেওঁলোকক নিজ নিজ ঘৰলৈ ঘূৰাই নিয়াটো চৰকাৰৰ কৰ্তব্য। আৰু মানুহ বিলাক ঘৰলৈ উভাতি যোৱাৰ পিচত টকা পইচা, টিনপাত আদি দিয়াৰ উপৰিও খেতি কৰিবৰ বাবে বিধান, সাৰ আদি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এইখিনি নকৰিলে পিচত বৰ অসুবিধা হব। গতিকে এই বিষয়ে ব্যৱস্থা লবলৈ আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলো। চৰকাৰে হয়তো ২।৩ মাহ খাদ্য দি থাকিব। কিন্তু তাৰ পিচত কি হব ? গতিকে বৰ্ত্তমানে যাতে খেতিয়ক সকলে খেতি কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব

লাগিব। কিন্তু যিবিলাক মানুহে খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে বা যাৰ খেতি বাতি কৰিবলৈ মাটি নাই সেই বিলাক মানুহে কি কৰি খাব ? তেঁওলোকৰ কাৰণেও চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগিব। এই সকলৰ কাৰণে চৰকাৰে এন আৰ পি বা ফুড ফৰ্বৰ্ক আদি আঁচনি প্ৰবৰ্ত্তণ কৰিব লাগিব। যিবিলাক মানুহে, দিন মজুৰি কৰি খাই সেই বিলাক মানুহক এই বিলাক আঁচনিত কাম কৰি খোৱাৰ সুবিধা কৰি দিব লাগিব। এই বিলাক ব্যৱস্থা কৰিলেও যাতে সোনকালে কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই শ্ৰীমহম্মদ আলি চাহাবৰ লগত একমত যে এই আঁচনি বিলাকত কাম কৰিবলৈ পাৰ্যমানে সহজ কৰি দিব লাগে। আমি আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছো যে এই আঁচনি বিলাক বিভাগৰ দ্বাৰা কৰোৱা হয়। যেনে গড়কাপ্তানী বিভাগ, পি এইচ ই বিভাগ, এই বিলাক বিভাগৰ দ্বাৰা কৰোৱা হয়। বিভাগ বিলাকৰ পৰা এই আঁচনি বিলাকৰ কাম কৰাওতে বহুত বিলাক খেলিমেলি দেখা যায়। যিমান টকা আছে সিমান টকাৰ কাম নহয়। কেতিয়াবা কাগজে কলমেই কাম হয় বাস্তৱত একো নহয়। কেতিয়াবা ৬০।৭০ হাজাৰ বা এক লাখ টকা আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত কাম হয় ৪ হাজাৰ টকাৰ। আৰু এই বিলাক কামৰ ভাৰ থিকাদাৰ সকলৰ হাতত পৰাত আৰু টকা নাইকীয়া হৈ যায়। কাম কতো একো নোহোৱাকৈয়ে থিকাদাৰে বিল পাচ কৰি টকা লৈ যায়। গতিকে মই ভাবো যে এই বিলাক কাম গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কৰোৱাব লাগে। গাঁও পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কাম কৰোৱালে গাঁৱৰ মানুহে গম পাব টকা কিমান আহিছে আৰু কাম কিমান হব। ১০ হাজাৰ টকা আহিলে ১০ হাজাৰ টকাৰেই কাম হব। গতিকে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰীক আপোনাৰ জৰিয়তে অনুৰোধ কৰো যাতে তেখেত সকলে এই এন আৰ পি আৰু ফুড ফৰ বৰ্ক আঁচনি লয় আৰু এই বিলাক কাম পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কৰোৱাই।

কৃষি দফ্তীয়া আঁচনিত মাটিহীনক মাটি দিয়াৰ কথা কৈছে। কিন্তু মই জনাত ১৯৭৬ চনৰ পৰাই মাটিহীন মানুহক মাটি দিয়া হোৱা নাই। মাটিহীনক এক বিঘাকৈ মাটি আৰু ঘৰ সাজিবৰ কাৰণে চৰে ৮ শকৈ টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল। আমি জনাত কোনো মানুহকেই এই দৰে মাটি আৰু টকা দিয়া হোৱা নাই।

চৰ অঞ্চলত যি বিলাক মানুহ আজি ৫০।৬০ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছিছে সেই সকলে মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই। তেঁওলোকক মাটিৰ পট্টা নিদিয়ে। তেঁওলোকে তৌজিবাহীবা খাজনা দিব লাগে। তেঁওলোকৰ মাটিৰ পট্টা নোহোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কোনোবাই ঋণ আদি লব খুজিলেও লব নোৱাৰে কাৰণ তেঁওলোকৰ মাটি পট্টা নোহোৱাৰ কাৰণে সেই মাটি বন্ধকত দিব নোৱাৰে। এই মানুহ বিলাকে মাটিৰ পট্টা নোপোৱাৰ কাৰণেই আজিও বাংলাদেশী হৈ থাকিবলগীয়া হৈ আছে। সেই বিলাক মানুহ যাতে বাংলাদেশী হৈ থাকিব নালাগে তাৰ কাৰণে মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

চৰ অঞ্চলৰ মানুহ বিলাক বান পানীৰ সময়ত চাৰিওফালে পানীৰ মাজত থাকে যদিও খৰালি খাবলৈ পানী নাপায়। সেই সকলৰ কাৰণে নলী নাদৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অৱশ্যে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও বাস্তৱত নাই। এই বিলাক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই মই সামৰণী মাৰিলো।

*শ্ৰীআফজালুর রহমান ঃ—মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, রাজ্যপালের এই ভাষণ সামান্য সত্যর দ্বারা বিরাট অসত্যকে ঢাকার জন্য একটা সুকৌশল প্রয়োগের প্রতিফলন মাত্র। তাই, মহোদয়, রাজ্যপালের এই ভাষণের উপর আনীত প্রস্তাবেরে বিরোধিতা করে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

রাজ্যপালের ভাষণে একটা গর্ব ও আত্মতৃপ্তি প্রকাশ পেয়েছে কারণ তিনি আসামের এই অশান্ত অবস্থার মধ্যেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তিনি প্রথমেই তার কর্মচারিদেরে বাহবা দিয়েছেন এবং নিজকে যেন একটা হিরো ভাবার মতো ভাষণের মধ্যে একটা ভংগিমার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু চেয়ারম্যান মহোদয়, এটাতো সত্য কথা যে রাজ্যপাল যেদিন আসামের ভার গ্রহণ করেছেন সেদিনও আসাম অশান্তিছিল। তখন থেকেই তিনি জানেন যে আসামের অবস্থা দিন দিন কোন দিকে যাচ্ছে এবং আন্দোলনের তথা ধ্বংসাত্মক কাজের দৌরাত্ম কতটুকু বাড়ছে। মহোদয়, আমি স্বীকার

করি যে এরই মধ্যে নির্বাচন পাততে হবে কারণ আমি স্বীকার করি এবং বিশ্বাস করি যে একটা গণতান্ত্রিক সরকার একটা একনায়ক্ত সরকার থেকে অনেক ভাল সুতরাং আজ যে নির্বাচন হয়েছে এবং বিভিন্ন দল যে এতে অংশ গ্রহণ করেছে-সেজন্য আমি সকলকে স্বাগত জনাই। আর সরকার যাতে টিকে থাকে তাও আমি চাই। কিন্তু কথা হলো যে এই নির্বাচন পাতার মধ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা কি ছিল? এই রাজ্যপাল তিন তিনটি ইন্দিরা কংগ্রেসের সরকারের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই সুবিধা গ্রহণের সময় আসাম রাজ্যর যে পরিস্থিতি ছিল তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করিছিলেন যে এত কিছু হওয়ার পরেও সংবিধান অনুযায়ী আসামে নির্বাচন অনিবার্য হয়ে গেল-তখন তাঁর বুঝা উচিৎ ছিল যে নির্বাচন পাততে পেলে আসামের অবস্থা কি হতে পারে এবং তাকে কিভাবে মোকাবিলা করতে হবে। মহোদয়, দেশের এতবড় একজন প্রশাসক হয়ে একবার গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিৎ ছিল যে সারা রাজ্যের আনাচে কানাচে লাল কালিতে লেখা রয়েছে যে নির্বাচন হলে আসামে রক্তস্নান হবে। সেই হিসাবে তার সমস্ত স্টেপ নেওয়া উচিৎ ছিল। মহোদয়, অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে, বিবিসি থেকে, ভয়েস অব আমেরিকা থেকে সারা পৃথিবীর মানুষ জানে যে আসামে ভোট হলে সমস্ত কর্ম্মচারিকে এবং জনসাধারণক ভোটের সময় এবং পরেও সুরক্ষা দেওয়া হবে-এই প্রতিশ্রুতি ফলাও করে প্রচার করাহয়েছে যে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ভারত সরকার সমস্ত ব্যবস্থা নিতেপ্রস্তুত। কিন্ত দুঃখের বিষয় মহোদয়, আজ এই সরকারের কপালে কাচা রক্ত দিয়ে চন্দনের তিলক আকা। হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু, স্ত্রী ও পুরুষ যারা ভোট দিতে এসেছিল সরকার এন কথাকে বিশ্বাস করে তাঁদের এই বিশ্বাসের মূল্য কি এই সরকার রাখতে পেয়েছিলেন? কেন তাদেরে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুরক্ষা দেওয়া হয়নি এর উত্তর কি রাজ্যপাল মহাশয় দিতে পারবেন?

মহাশয়, এখানে বলা হয়েছে যে নির্বাচন পাতার জনা বাইরে থেকে কর্মচারি আনতে হয়েছিল। রাজ্যপাল মহাশয় কি বলতে পারবেন যে কেন এদেরে আনা হয়েছিল? আমাদের রাজ্যের রাজস্ব থেকে যেসব অফিচার, কর্মচারি এবং শিক্ষকদেরে আমরা মাইনে দিচ্ছি তারা যদি আজ গণতন্ত্র রক্ষার ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য না করে থাকে তাঁহলে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়ছে? ধিক এই রাজ্যপালের ভাষণ। এতে সত্যেয় অপলপা করা হয়েছে।

মহোদয়, আপুনি নিশ্চয় শুনিছেন যে গোয়ালপাড়া জেলায় নির্বাচনের সময় সি আর পি এবং এপি বেটেলিয়ানের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। ঐ দিনেই এবং তার আগের দিন ঐসব এলাকার কড়াই, বগুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে নিরপরাধ মানুসের ঘরে ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। একেবারে নারকীয় অবস্থা চলছিল সেখানে। সেদিন সেখানকার যে এম এল এ আজ এখানে এসেছেন মাননীয় সদসা হাসান সাহেব তিনি সেখানকার এস ডি ও কে কাকুতি মিনতি করে কয়েকেজন পুলিশকে ঐসব অঞ্চলে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি তা দেননি। সেখানকার এস ডি ও ঐসব ঘটনার সংগে জড়িত ছিলন বলেই সি আর পি ও এপি বেটেলিয়ানে এই যুদ্ধ হয়েছিল। গণতান্ত্রিক দেশে বোধ হয় এরকম ইতিহাস আর নেই। আর আমাদের এই প্রশা-সন এই এস ডি ওকে নাকি প্রমোশন দিয়ে এ ডি সি করা হয়েছে। বাহবা জনাই আমাদের রাজ্যপালের প্রশাসনকে। একদিকে ভোটদাতাদেরে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি আর অন্যদিকে গণতন্ত্র হত্যাকারীদেরে প্রমোশন দিয়ে মাথায় চাপিয়ে দেওয়া। চমৎকার রাজ্যপালের প্রশাসনিক কৌশল।

মহোদয়, আমরা মনে করি রাজ্যপাল আসামের গরীব জনসাধারণের কল্যানের জন্য নিশ্চয়ই এইসব কপটতার আশ্রয় নেননি। নিশ্চয়ই তাঁরমনে কোনও অভিসন্ধি আছে। মহোদয়, আপনি বলতে পারেন যে কেন আমি একথা বলছি। মহোদয়, আসামের সংখ্যালঘুদের মনে ভীতি সঞ্চার করে তাদের মুখ দিয়ে বোধহয় অনেক কথা জোর করে বের করে আনা যায়। এই ইতিহাস বোধহয় অমাদের রাজাপাল মহোদয়-এর ভালকরে জানা আছে। আপনার হয়ত মনে আছে যে ১৯৫০ সালে যখন আসাম থেকে হাজার হাজার মুসলমানদেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল-তখন নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি হয়েছিল। ফলে ১৯৫১ সন থেকে বিদেশী বাছাই করার কথা বলা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালকে ভিত্তিবর্ষ করার কথা বলা হয়নি কেন? ভিত্তিবর্ষের দাবী করা হচ্ছে এর তিন বছর

পর থেকে। কারণ হলো তখন আসাম থেকে প্রায় ১লক্ষ ৫৪ হাজার মুসলমানকে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্য আমারা পাই তৎকালীন রাজ্যপাল জয়রাম দাস দৌলতরামের ভাষণ থেকে। তখনও সংখ্যালঘুদেরে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন তো আমরা একেবারে বাচ্চা ছেলে ছিলাম। ভয় দেখিয়ে তাদেরে তখন বলা হয়েছিল যে ৫১ সন ভিত্তি হলে তোমরা থাকবে। ১ লক্ষ এবং কয়েক হাজারকে তো তোমাদের হারাতে হবে। এর পরেও যতবার ভোট এসেছে ততবার সখ্যালঘুদেরে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে যদি তোমরা আমাদের-এ ভোট না দাও তাহলে তোমাদেরে প্যাকিস্তানে যেতে হবে। এবারও বলা হয়েছে যে ইন্দিরা কংগ্রেস দেশে না থাকলে তোমাদের আর দেশে থাকা যাবেনা।

(ভয়েস-না না, এরকম বলা হয়নি)

তার প্রমাণ আছে। গণিখাঁন চৌধুরি সাহেবের ভাষণটি যারাশুনেছেন তারাই জানেন। এই ভাষণের টেপও আছে।

মহোদয়, ৬০ ইংরাজাতে যখন লেংগুয়েজ ডিস্টার্বেন্স হয়ছিল, তখনও আসামের এইসব মিঞা মুসলমানরা নিজেদের মাতৃভাষাকে ছেড়ে অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা হিসাবে এডপ্‌ট্‌ করেছিল। এর কারণ ছিল পশ্চিম বাংলায় এর আগে যখন সাম্প্রদায়িক গোলমাল ছিল-যার ফলে এখানকার মুসলমানরা নিরাপত্তার জন্যই অসমীয়া ভাষাকে গ্রহণ করে আসামে থাকতে চেয়েছিল। তাই তারা মাতৃ ভাষা হিসাবে অসমীয়া ভাষাকে গ্রহণ করেছিল। এখানকার কালচারকে গ্রহণ করেছিল। আসামে সেদিন অসমীয়া ভাষা রক্ষার জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল।
তার পর এই মুসলমানরা পাকিস্তানি হয়ে গেল, বিদেশী হয়ে গেল।

এই ব্যপারটা আমাদের রাজ্যপাল সাহেব ভালভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন যে এরা কোথাও যেতে পারবেনা। এরাতো নিজদের মাতৃভাষা ছেড়ে অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। সুতরা, এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি ৬১ সন নিয়ে ছাত্রসংস্থার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করলে হয়ত ছাত্রসংস্থাও মানবে এবং সমস্যার সমাধানের জন্য একটা রাহবা নেওয়া যাবে। আমাকে যখন শ্রীমতি গান্ধী এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম যে এই প্রস্তাব গ্রহণ যোগ্য নয় ———মহোদয়, রাজ্যপাল বোধহয় এই এনালিসিস করেছিলেন যে সংখ্যালঘু দেরে ভয় দেখিয়ে বললে হয়ত তারা ৬১ সালকে ভিত্তিবর্ষ না মানলেও ৬৭ সালকে মেনে নিতে পারে। ভুল এনালিসিস করেছিলেন রাজ্যপাল। আসমের বাংলা ভাষাভাষি হিন্দুস্থানস ও যাংসে আসামের সঙ্গে জড়িত। তাদরে যদি তাদেরন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে তারাও আলাদা রাজ্য দাবি করবে। যেমন হয়েছিল অরুনাচল মেঘালয়, ইত্যাদি। একদিন তারাও হয়ত দাবি করবে যে আমাদের এলাকাত আমাদের আলাদা রাজ্য দাও। রাজ্যপালের এই ভুল এনালিকিসের জন্য আজ আমাদের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর তিনি বহাল তবিয়তে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করারজন্য আত্মতুষ্টিতে নিমগ্ন হয়ে আছেন। মহোদয়, রাজ্যপালতো ভোট পর্ব সমাধা করে এম এল এ দেরে নিরাপদে দিশপুরে এনে মন্ত্রীসভা পর্যন্ত গঠণ করতে পারলেন কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীযারা ভোট দিল তাদেরে কেন সুরক্ষা দিতে পার বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সুতরাং এই রাজ্যপালের ভাষণ আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমরা এই ভাষণকে স্বীকার করিনা। সেজন্য আমি রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনীত প্রস্তাবকে বিরোধীতা করছি।

মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে যে একটা হাই লেভেল এডমিনিস্ট্রেটিভ এনকোয়ারি করা হবে। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য শ্রী বিনয় বসুমাতারি মহাশয় অনেক কথা বলেছেন। আমি তবুও বলছি যে এই একোয়ারি কাকে দিয়ে করা হবে? চোরকে দিয়েই কি চুরির এনকোয়ারি হবে?

*Speech not corrected.

মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে বলা হয়েছে যে হাই লেভেল এডমিনিষ্ট্রেটিভ একটি এনকুয়ারি করে দেওয়া হবে। কিন্তু স্যার সেই এডমিনিষ্ট্রেটিভ এনকুয়ারিতে যদি সেই ধরণের করাপটেড অফিসার জাড়ত থাকে ,তাহলে কি হবে. যেমন গোয়লপাড়ার এস ডি ও যার অত্যাচারে সেখানকার মানব জর্জরিত। মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, আমার মনে হয়, সেই হাই লেভেল এডমিনিষ্ট্রেটিভ এনকুয়ারিতে সরকারের হাতে কনট্রল রেখে এনকুয়ারি করা উচিত, তাহলে করাপশন টা অনেক কম হবে। মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, থার্ড গ্রেড ফোরথ মাইনরিটিদের চাকুরী দেওয়া হবে বলা হয়েছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তা হয়না। আশ্চর্য্যের বিষয়, একজন আফিসার মারা গেলে তার ওয়াইফকে চাকুরী দেওয়া হয় এই সেক্রেটারিয়েটে কিন্তু থার্ড গ্রেড ফোরথ গ্রেডোর বেলায় তা হয় না। যেমন ১৯৭১ সনে পূর্ব পাকিস্থান থেকে বিতাড়িত অনেক লোককে সেন্ট্রেল গভরনমেন্ট এ চাকুরী দেওয়া হয়েছে, ষ্টেট গভরনমেন্ট দেওয়া হয় নি। মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, এইজনা বলছি যে, এই রকম হলে সমস্যার সমাধান হবে না। এই আন্দোলনের সময়ে যে সব আফিসারদের পে কাট করা হয়েছিল, তা আবার কোর্ট এর মারফৎ ইনজাকশন দিয়ে পে পেয়ে গেছে।।

মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে কয়েকটা নিউ প্রগ্রেমের কথা বলা হয়েছে তাতে পপুলেশন পেট্রান এ রিফেকট করবে না, তাই আমি রাজ্যপালের আনীত প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। সেই নতুন প্রগামে চর এলেকার লোকের কোন উপকার হবে না আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই চর এলেকার পি ডাব্লিউ ডি এর কোন রাস্তা বা ব্রিইজ নেই মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, আমি পশ্চিমবঙ্গের. কয়েকটা চর এলেকার কথা বলছি, যে খানে আমাকে ইলেশন কেম্পইন এ নেওয়া হয়েছিল। তখন সেখানকার চর এলেকার লোকের আমাকে বলেছিল এইটা কংগ্রেসের রাস্তা আর এইটা সি পি এম এর রাস্তা, এখন আপনি বলদনকাকে ভোট দেই। সি পি এম আমাদেরকে অনেক সুবিধা দিয়েছে। তথাপি ওরা কংগ্রেসকে ওরা ভোট দিয়েছিল। সেইহেতু রাজ্যপালের ভাষণে আনীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker ; Order the Hon. Member will resume his speech to morrow. The House stands adjourned till 10 AM. the 24th March 1983.

ADJOURNMENT

The House was then adjourned at 5 P. M. till 10 A.M. on Thursday, the 24th March, 1983.

P. D. BARUA,
Secretary,
Assam Legislative Assembly.

Dated Dispur,
The 23rd March, 1983.

AGP. (LA.) 184/84--1400 23-3-85